Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাফিসা নওরীন

রোলঃ 216020150

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাফিসা নওরীন

রোলঃ 216020150

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "গীবত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাফিসা নওরীন, আইডিঃ 216020150 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান- উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Nafisa Nourin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

নাফিসা নওরীন

আইডিঃ 216020150

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

“ভূমিকা”

গীবত একটি ভয়াবহ পাপ। সমাজে যেসব পাপের প্রচলন সবচেয়ে বেশী তন্মধ্যে গীবত অন্যতম। এই পাপটি নীরব ঘাতকের মতো। বান্দার অজান্তেই এটা তার নেকীর ভান্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। এটি চুরি-ডাকাতি,সুদ-ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার ও মরা মানুষের পঁচা গোশত খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ও নিকৃষ্ট। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো এই জঘন্য পাপটি মানুষ হরহামেশাই করে থাকে। চায়ের আসর থেকে শুরু করে সোশাল মিডিয়া ও স্বাভাবিক আলাপচারিতায় এটা অনেকের স্বভাবসুলভ আচরণে পরিণত হয়ে গেছে।আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে মসজিদে বসেও অনেকে এই গর্হিত পাপ করতে কুণ্ঠিত হয় না।খুব কম মানুষই গীবতের এই নোংরা পাপ থেকে বাঁচতে পারে। নবী-রাসূল ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষই দোষ-ত্রুটি ও ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু ইসলাম সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। এমনকি সেই দোষচর্চা শ্রবণ করাকেও নিষিদ্ধ করেছে। বক্ষমাণ নিবন্ধে গীবতের বিবিধ অনুসঙ্গ নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

“গীবতের পরিচয়”

‘গীবত’ (الغِيْبَةُ) আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হ’ল- পরনিন্দা করা, দোষচর্চা করা, কুৎসা রটনা, পেছনে সমালোচনা করা, দোষারোপ করা, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলো অন্যের সামনে তুলে ধরা।-(*ইবনু ফারেস, মু‘জামু মাক্বাঈসিল লুগাহ, ৪/৪০৩; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মু‘জামুল ওয়াফী, পৃ. ৭৪০)*

গীবতের পারিভাষিক অর্থ রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ ‘তোমরা কি জান গীবত কী? ছাহাবীগণ বললেন, ‘(এ ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন’। তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ‘(গীবত হচ্ছে) তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা, যা সে অপছন্দ করে’। জিজ্ঞেস করা হ’ল- أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ ‘আমি যা বলছি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহ’লে

আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন,إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ 'তুমি তার (দোষ-ত্রুটি) সম্পর্কে যা বলছ, সেটা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহ'লে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি সেই (ত্রুটি) তার মধ্যে না থাকে, তাহ'লে তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে'।-(*মুসলিম হা/২৫৮৯; আবূদাঊদ হা/৪৮৭৪; তিরমিযী হা/১৯৩৪)*

ইমাম মুহিউদ্দীন নববী (রহঃ) বলেন, 'গীবত হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। চাই সেই দোষ-ত্রুটির সম্পর্ক তার দেহ-সৌষ্ঠব, দ্বীনদারিতা, দুনিয়া, মানসিকতা, আকৃতি,চরিত্র,ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি,পিতামাতা,স্ত্রী, চাকর-বাকর,পাগড়ি,পোষাক,চলাফরা,ওঠা-বসা,আনন্দ-ফুর্তি, চরিত্রহীনতা,রূঢ়তা,প্রফুল্লতা-স্বেচ্ছাচারিতা বা অন্য যেকোন কিছুর সাথেই হোক না কেন। এসবের আলোচনা আপনি মুখে বলে, লিখে, আকার-ইঙ্গিতে, চোখের ইশারায়, হাত দিয়ে, মাথা দুলিয়ে বা অন্য যেকোন উপায়েই করুন না কেন, তা গীবত'।-(*নববী, আল-আযকার, পৃ. ৩৩৬)*

মোটকথা কারো মধ্যে যদি সত্যিকারার্থেই কোন দোষ-ত্রুটি থাকে, আর সেটা নিয়ে আলোচনা করা যদি তিনি অপছন্দ করেন, তাহ'লে সেই সত্যি কথাটা অপরকে বলে দেওয়ার নামই হ'ল গীবত বা পরনিন্দা। আর যদি সেই দোষ তার ভিতর না থাকে, তবে সেটা 'বুহতান' বা অপবাদ।

"গীবতের প্রকারভেদ"

গীবত তিন প্রকার। যথা:

১।মুসলমানের গীবত

২।অমুসলিম নাগরিকের গীবত

৩।যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত

১।মুসলমানের গীবত:

মুসলমানের গীবত করা ;এটা অকাট্যভাবেই হারাম।মহান আল্লাহ বলেন,يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা

ছিদ্রান্বেষণ কর না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত কর না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপছন্দ করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*

অত্র আয়াতে মুসলমানদের একে অপরের গীবত করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। কারণ কুম(كُمْ)সর্বনাম 'মুমিন' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ কোন মুসলমান অপর মুসলমানের গীবত করবে না।

২।অমুসলিম নাগরিকের গীবত:

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের (জিম্মির) গীবত করাও হারাম। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর ক্ষেত্রে সে মুসলমানের সমমর্যাদা সম্পন্ন। অতএব মুসলমানের মতোই তাদের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ করা হারাম।

৩।যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত:

ফিকহ্ এর গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায় যে, অমুসলিম শত্রুর গীবত করা বৈধ।

ইমাম রাযি(র:) তার তাফসীরে কবীর শীর্ষক গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেরের গীবত করা বৈধ। সম্ভবত তিনি কাফের বলতে যুদ্ধরত শত্রু কাফেরকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত

"হুকুমের দিক থেকে গীবত"

এদিক থেকে গীবত মূলত **৩ প্রকার**।যথা:

১.হারাম গীবত;

২.ওয়াজিব গীবত ;

৩.মুবাহ বা জায়েজ গীবত;

১.হারাম গীবত : কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটির বর্ণনা করা,যেটা সে পছন্দ করে না। এটা হারাম গীবত।

২.ওয়াজিব গীবত : মুসলিম সমাজকে বা ব্যক্তিকে সতর্ক ও সাবধান করার জন্য দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াজিব। যেমন- ইলমুল জারাহ ওয়াত তা'দীলের ক্ষেত্রে

যদি মুহাদ্দিছগণ রাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করতেন, তাহ'লে ছহীহ-যঈফ, গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য হাদীছসমূহের মান নির্ধারণ করা কখনোই সম্ভব হ'ত না। তাই এক্ষেত্রে দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে যদি বর বা কনে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়, তাহ'লে তাদের দোষ-ত্রুটি স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া ওয়াজিব। কারণ দোষ বর্ণনা না করলে জিজ্ঞেসকারীকে ধোঁকা দেওয়া হবে। কোন ব্যক্তি যদি খিয়ানতকারী অসৎ লোকের সাথে ব্যবসা করতে চায়, সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য ঐ অসৎ লোকের দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব। কারণ সে না জেনে না বুঝে তার সাথে ব্যবসা করে ধোঁকায় পড়তে পারে। তাই তাকে সাবধান করা অপরিহার্য। এভাবে আরো কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে দোষ বর্ণনা করা হারাম নয়; বরং তখন দোষ বর্ণনা করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

৩.মুবাহ বা জায়েয গীবত : যদি নিন্দা করার পিছনে যুক্তিসঙ্গত বা শরী'আত সম্মত কোন কারণ থাকে, তবে সেই গীবত করা মুবাহ বা জায়েয। যেমন- জুলুমের বিচার প্রাপ্তির জন্য শাসকের কাছে নালিশ করার সময় গীবত করা। কোন ব্যক্তি যদি মজলুম হয়ে বিচারকের কাছে গিয়ে বলে, 'অমুক ব্যক্তি আমার টাকা আত্মসাৎ করেছে, আমার প্রতি জুলুম করেছে, আমার বাড়িতে চুরি করেছে ইত্যাদি। তবে এটা হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অনুরূপভাবে আলেম বা মুফতীর কাছে কোন বিষয়ে ফতওয়া নেওয়ার জন্য অন্যায়কারীর গীবত করা জায়েয। অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্য না করে শুধুমাত্র পরিচয় দেওয়ার জন্য কারো ত্রুটি বর্ণনা করা জায়েয। যেমন- কানা, কালো, খোড়া ইত্যাদি।

"গীবতের ধরনসমূহ"

গীবত বলা হয় অপরের এমন সমালোচনা, যা শুনলে তার খারাপ লাগবে বা মন খারাপ হবে। এই সমালোচনা অন্যের দৈহিক ত্রুটি,মন্দ গুণ, বংশগত দোষ, চারিত্রিক ত্রুটি, কাজ-কর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া সম্পর্কিত দোষ হ'লেও তা গীবত। গীবতের রকমভেদ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণনা এসেছে। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে গীবতের ধরনগুলো তুলে ধরা হলো-

(১) খাদ্যের গীবত :

নিকৃষ্টতম গীবত হল খাবারের গীবত করা । একজন মানুষ কষ্ট করে রান্না করে, আর সবাই মিলে রান্নার বদনাম করতে থাকে ।খাবারের গীবত বেশি হয় কোনো অনুষ্ঠানে ।

যেমন বলা, খাবারটা মজা হয় নাই, লবণ কম হয়েছে, এত লবণ দিয়েছে যে তিতা লেগেছে ইত্যাদি।

রাসূল (ﷺ) কখনই খাবারের দোষ ধরতেন না । ভালো না লাগলে এক পাশে সরিয়ে রাখতেন । কখনই বলতেন না, কী খাবার রান্না করেছো মুখেই দেয়া যাচ্ছে না !

(২) দৈহিক কাঠামোর গীবত :

কারো কাছে কোনো ব্যক্তির দৈহিক ত্রুটি উল্লেখ করাও গীবত ।

যেমন বলা, অমুক ব্যক্তি খুব মোটা, তার নাক বোঁচা, চোখ খুবই ছোট,অন্ধ,মাথায় তো চুল নাই, পেটে ভূড়ি আছে, সে তো খুবই খাটো,খুবই লম্বা, কালো ইত্যাদি ।

কোন ব্যক্তির আড়ালে অন্য কারো সাথে ঐ ব্যক্তির দৈহিক কাঠামো নিয়ে এরূপ আলোচনা করা হলে এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি এগুলো অপছন্দ করেন, তবে তা গীবত হয়ে যাবে ।

"একবার আয়েশা(রা:) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি কী সাফিয়ার বেটে হওয়াটা অপছন্দ করেন না ?

রাসূল (ﷺ) বললেন, হে আয়েশা ! তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির সাথে মিশিয়ে দিলে তার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে ।" (আবু দাউদ)

(৩) পোশাকের গীবত :

কারো পোশাক সম্পর্কে বলা, অমুকের পোশাক খাটো, চওড়া আস্তিন,দীর্ঘ আঁচল, নোংরা পোশাক ইত্যাদি ।

" একবার আয়েশা(রা:) বলেন, অমুক স্ত্রীলোকের আঁচল খুব লম্বা।রাসূল (ﷺ) একথা শুনে বললেন, হে আয়েশা ! তোমার থুথু ফেলা কর্তব্য । আয়েশা(রা:) বলেন, আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়ে আসে ।"-(আত তারগীব ওয়াত তারহীব)

(৪) বংশের গীবত :

তুচ্ছ করার জন্য কাউেক বলা, অমুকের বংশ নিচু, অমুকের পূর্ব পুরুষেরা ছিল কুলি মজুর বা চোর ডাকাত, অমুকের তো কোন বংশই নেই ইত্যাদি।

অর্থাৎ বংশের দিকে বা পিতামাতার দিকে সম্বন্ধ করে অপছন্দনীয় যাই বলা হবে, সেটাই গীবত।

রাসূল (ﷺ) বলেন, "দীনদ্বার ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই ।"

(৫) অভ্যাস বা আচার-আচরণের গীবত:

যেমন কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা- ফাসেক, খিয়ানতকারী, পিতামাতার অবাধ্য, গীবতকারী,চোর, সালাত পরিত্যাগকারী, যাকাত অনাদায়কারী, ব্যভিচারী, অহংকারী, বদমেজাজী, দুর্বল মনের অধিকারী, ঝগড়াটে, নির্লজ্জ, দুশ্চরিত্র, স্বেচ্ছাচারী, তাড়াহুড়াপ্রবণ, ঢিলা, রূঢ়, বেয়াদব, অভদ্র, পেটুক, বাচাল, নিদ্রাকাতর, অবিবেচক, অলস, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, ধূমপায়ী, নেশাখোর ইত্যাদি।

(৬)ইবাদতের গীবত:

ইবাদতের ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে সমালোচনা করা । যেমন কাউেক বলা অমুকতো ঠিকমত নামায পরতে পারে না, মাকরুহ ওয়াক্তে নামায পরে, রমযানের রোজা রাখে না, এত বড় হয়েছে কিন্তু এখনো নামায পড়ে না,এত বড় মেয়ে কুরআন পড়তে জানে না ইত্যাদি।

"তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কতক লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী(রহ:) তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন, এই লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়তো তবে কতই না ভালো হতো । সাদীর পিতা একথা শুনে বলেন, কতই না ভালো হতো যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মতো ঘুমিয়ে থাকতে । তাহলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপত না ।"-(ইহ্য়াউল উলূমিদ-দীন)

(৭)পরোক্ষ গীবত : পরোক্ষ গীবত বলতে এমন পরনিন্দাকে বুঝায়, যা সরাসরি না বলে ভিন্ন আঙ্গিকে বলা হয়ে থাকে। নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো -

■ কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গ বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে বলা- 'আল্লাহ তার নির্লজ্জতা থেকে পানাহ দিন' অথবা 'গোমরাহী থেকে পানাহ চাই' ইত্যাদি বলা। মূলত এভাবে বলে আলোচিত ব্যক্তির নির্লজ্জতা ও গোমরাহীর কথা উল্লেখ হয়ে থাকে।

■ 'কিছু লোক এই করে' বা 'কিছু মানুষ এই বলে' বলা। এই 'কিছু' শব্দের মাধ্যমে সম্বোধিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে বুঝানো হয়, তাহ'লে সেটা গীবত।

■ 'অমুক পন্ডিত', 'অমুক সাহেব', 'অমুক নেতা' ইত্যাদি তাচ্ছিল্যের সাথে বলা। অর্থাৎ দোষ বা ত্রুটি বর্ণনার সময় সম্বোধিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেও শ্রোতা বুঝে নিতে পারে কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে।

■ কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বলা 'অমুক ভাই/বন্ধু অপমানিত হওয়ার কারণে বা তার অমুক দোষ-ত্রুটির কারণে আমি কষ্ট পেয়েছি'। আলেমদের মতে, এখানে দো'আর মাধ্যমে বর্ণিত ব্যক্তির গীবত করে ফেলা হয়। কারণ তার সেই ত্রুটি গোপন ছিল, কিন্তু সে দো'আ করার মাধ্যমে সেটা সবার সামনে প্রকাশ করে দিল। যদি তার দো'আ করার উদ্দেশ্য থাকতো, সে নির্জনে সেই ভাইয়ের জন্য দো'আ করতে পারত।

পরোক্ষ গীবতের এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এগুলোকে গীবত মনে করে না। অথচ এগুলোও সর্বনাশা গীবত।

"গীবতের মাধ্যমসমূহ"

গীবতের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে, যেগুলোর সাহায্যে মানুষ অপরের গীবত করে থাকে। আলেমদের মতে **গীবতের মূল মাধ্যম চারটি :**

১.জিহবার মাধ্যমে গীবত : গীবতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হ'ল জিহবা। আলাপচারিতা, কথা-বার্তা ও বক্তৃতায় যবানের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী গীবত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الـمَشْرِقِ، 'নিশ্চয়ই বান্দা কখনো কখনো এমন কথা বলে ফেলে, যার পরিণাম সে চিন্তা করে না। অথচ এ কথার মাধ্যমে সে জাহান্নামের গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যার দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের সমপরিমাণ'।(*বুখারী হা/৬৪৭৭; মুসলিম হা/২৯৮৮)*

অন্যত্র তিনি বলেন,إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، 'বান্দা কখনো আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলে ফেলে, যার গুরুত্ব সে

নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ এ কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।(*বুখারী হা/৬৪৭৮; মিশকাত হা/৪৮১৩)*

আল্লাহর কিতাব ও রাসূলকে নিয়ে উপহাস করা, গীবত পরনিন্দা বা চোগলখুরি, গালি দিয়ে মুসলিমকে কষ্ট দেওয়াসহ প্রভৃতি কথার মাধ্যমে বান্দা গুরুতর পাপ করে ফেলে। তাই জিহবার হেফাজত অত্যন্ত জরুরী।(*আব্দুল আযীয রাজেহী, তাওফীকুর রাব্বিল মুন'ইম ৮/৪২০)*

২. অন্তর দ্বারা গীবত : কুধারণা, হিংসা, অহংকার এবং কেউ গীবত করলে সেটা অন্তর দিয়ে মেনে নেওয়া বা তা সমর্থন করার মাধ্যমে অন্তরের গীবত হয়। ইবনে হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন, الْغِيبَةُ بِالْقَلْبِ هِيَ أَنْ تَظُنَّ بِهِ السُّوْءَ 'অন্তরের গীবত হচ্ছে কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করা'।(*হায়তামী, আয-যাওয়াজির আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ের ২/২৮*

ইমাম মাক্বদেসী (রহঃ) বলেন,قد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك سوء الظن بالمسلمين، 'মুসলিমদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করার মাধ্যমে অন্তরের গীবত সংঘটিত হয়'।(*নাজমুদ্দীন আল-মাক্বদেসী,মুখতাছার মিনহাজিল ক্বাছেদীন, পৃ.১৭২)*

ইমাম গাযালী(রহ:) বলেন, মুখের ভাষায় গীবত বা পরনিন্দা করার ন্যায় মনে মনে কুধারণা পোষণ করাও হারাম। অর্থাৎ ভাষার ব্যবহারে কারো গীবত করা যেমন হারাম, অনুরূপভাবে মনে মনে কাউকে খারাপ বলা বা খারাপ ধারণা করাও হারাম'।

মহান আল্লাহ বলেন,يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ কর না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত কর না' -*(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

মহান আল্লাহ একমাত্র গায়েব জানেন এবং মানুষের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনের খবর রাখেন। আর ইবলীসের কাজ হচ্ছে বান্দাকে ধোকা দিয়ে তার মনের মধ্যে মন্দ ধারণা প্রোথিত করা। আর বান্দা যদি কারো প্রতি খারাপ ধারণা করে ফেলে, তাহ'লে ইবলীসকে সত্যায়ন করা হয়ে যায়। আর ইবলীসকে সত্যায়ন করা হারাম। ফলে কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করাও হারাম। কারণ কুধারণার মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি বা গোয়েন্দাগিরি করার মানসিকতা গড়ে ওঠে, যা আরেক ধরনের কাবীরা গুনাহ। তাই আল্লাহ অত্র আয়াতে কুধারণার মাধ্যমে অন্তরের গীবত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি ও ছিদ্রান্বেষণ করতে নিষেধ করেছে। তারপর বিশেষভাবে গীবত না করার আদেশ প্রদান করেছেন।(*গাযালী, ইহ্য়াউল উলূমিদ্দীন, ৩/১৫০)*

৩. ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে গীবত : কখনো কখনো চোখ, হাত ও মাথার ইশারার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। আয়েশা (রাঃ) বলেন,دَخَلَتْ امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقُلْتُ بِإِبْهَامِي هَكَذَا، وَأَشَرْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَصِيرَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَبْتِهَا، 'একজন খাটো মহিলা (আমাদের ঘরে) প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) বসেছিলেন। আমি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে রাসূল (সা:)-এর দিকে এভাবে ইশারা করে বললাম, أَنَّهَا قَصِيرَةٌ 'সে তো বেঁটে মহিলা'। রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, 'তুমি তো তার গীবত করে ফেললে'।-(*মুসনাদে আহামাদ হা/২৫৭০৮; ইবনু আবীদুনইয়া, যাম্মুল গীবাত ওয়ান নামীমাহ, হা/৭০; পৃ.২৪, সনদ হাসান)*

অপর বর্ণনায় সেই আগন্তুক মহিলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (সা:)-কে বললাম,حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ: تَعْنِي قَصِيرَةً، 'ছাফিইয়াহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, তিনি এরূপ অর্থাৎ খাটো প্রকৃতির। তিনি বললেন,لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، 'তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি তা সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে'। আয়েশা (রাঃ) বলেন,وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، '(আরেক দিন) আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বললেন, আমাকে এতো এতো সম্পদ দেওয়া হ'লেও আমি কারো অনুকরণ পছন্দ করবো না'।-(*আবূদাঊদ হা/ ৪৮৭৫; তিরমিযী হা/২৫০২, সনদ ছহীহ)*

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'আয়েশা (রাঃ) গীবত করার উদ্দেশ্যে ছাফিয়্যা (রাঃ)-এর দোষ বর্ণনা করেননি; বরং বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তার ব্যাপারে খবর দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তথাপি সেটা গীবতের পর্যায়ভুক্ত ছিল'।(*আসকালানী, ফাতহুল বারী ১০/৪৬৯)*

সুতরাং গীবতের প্রকাশ হচ্ছে সেই দোষ বর্ণনা দেওয়ার মতোই। সংকেত, অঙ্গভঙ্গি, চোখ টেপা, ইশারা-ইঙ্গিত এবং অপরকে হেয় করা বুঝায় এমন প্রত্যেক কিছুই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে গীবতকে সমর্থন দেওয়াও গীবত। কেননা গীবত শ্রবণকারীও গীবতের দায় এড়াতে পারবে না, যদি না সে অন্তর দিয়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করে এবং

মুখের ভাষায় সেটার প্রতিবাদ করে।-(*তাহানাওয়ী, কাশশাফু ইছত্বিলাহাতিল ফুনূন ওয়াল উলূম ২/১২৫৬)*

৪. লেখনীর মাধ্যমে গীবত : মানুষের মনের ভাব ও মতামত প্রকাশের একটি বড় মাধ্যম হল লেখা। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين 'লেখার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। কেননা কলম দুই ভাষার একটি'।-(*ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/১৪৫)*

ড. সাঈদ ইবনে ওয়াহফ আল-কাহত্বানী (রহঃ) বলেন, 'গীবত শুধু মুখের ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং গীবতকারী যে কোন মাধ্যমে অপরের কুৎসা রটাতে পারেন। হতে পারে সেটা ইশারা-ইঙ্গিত, কাজ-কর্ম, অঙ্গ-ভঙ্গি, ভেংচানো, খোঁটা দেওয়া ও লেখালেখির মাধ্যমে অথবা যার নিন্দা করা হচ্ছে তিনি অপছন্দ করেন এমন যে কোন মাধ্যমে'।-(*কাহত্বানী, আফাতুল লিসান, পৃ. ৯)*

"গীবতের বিধান"

গীবতের বিধান **দুই ভাগে** বিভক্ত। (১) গীবত করার বিধান। (২) গীবত শোনার বিধান।

১. গীবত করার বিধান : গীবত একটি জঘন্য পাপ। গীবতের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ কর না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত কর না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? বস্তুত: তোমরা সেটি অপছন্দ করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*

এখানে মানব স্বভাবের তিনটি মারাত্মক ত্রুটি বর্ণনা করা হয়েছে। যা সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট করে। প্রথমটি হ'ল 'অহেতুক ধারণা' (بَعْضَ الظَّنِّ) এবং দ্বিতীয়টি হ'ল 'ছিদ্রান্বেষণ' (وَلاَ تَجَسَّسُوا)। তৃতীয়টি হ'ল 'গীবত'(وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) । ইমাম কুরতুবী বলেন, لا خلاف أن الغِيبة من الكبائر، وأن مَن اغتاب أحدًا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل 'গীবত কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, এতে কোন ইখতেলাফ নেই। যে ব্যক্তি কারো গীবত করবে, তার তওবা করা অপরিহার্য'।-(*তাফসীরে কুরতুবী*

১৬/৩৩৭) ইমাম হায়তামী বলেন, অত্র আয়াত ও অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, গীবত করা কবীরা গুনাহ'।-(*হায়তামী, আয-যাওয়াখের 'আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ের, পৃ. ৩৭১)* তাছাড়া বর্ণিত আয়াতে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর কারণ হ'ল- মৃত মানুষের গোশত খাওয়া হ'লে সে বুঝতে পারে না কে তার গোশত খাচ্ছে। অনুরূপ যার গীবত করা হয়, সেও বুঝতে পারে না কে তার গীবত করছে। হাদীছেও গীবতের ক্ষেত্রে মৃত ভক্ষণের কথা এসেছে এর নিকৃষ্টতা বুঝানোর জন্য। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِىَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের গীবতের বিনিময়ে এক গ্রাসও খাদ্য ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমান করার মাধ্যমে কোন কাপড় পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহান্নামের আগুন পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কাকেও হেয় প্রতিপন্ন করে লোকদের নিকট নিজের বড়ত্ব জাহির করে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ স্বয়ং ঐ ব্যক্তির শ্রুতি ও রিয়া প্রকাশ করে দেবার জন্য দন্ডায়মান হবেন'।-(*আবুদাঊদ হা/৪৮৮১; মিশকাত হা/৫০৪৭ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়; ছহীহাহ হা/৯৩৪)*

মূলতঃ গীবতের মাধ্যমে অপর ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করা হয়। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা:) চিরদিনের জন্য এটা হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকে তোমাদের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের কাছে মর্যাদা সম্পন্ন। এখানকার উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন (আমার এই কথা) অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত এমন ব্যক্তির কাছে এসব কথা পৌঁছাবে, যে এই বাণীকে তার চেয়েও অধিক আয়ত্তে রাখবে'।-(*বুখারী হা/৬৭; মুসলিম হা/১৬৭৯)*

আমর ইবনুল আছ একদিন একটা মরা গাধার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। গাধাটির দিকে ইশারা করে তার সাথীদের বললেন,لأَنْ يأكُلَ الرجلُ مِنْ هذا حتى يَمْلأَ بَطْنَهُ، خيرٌ له مِنْ أنْ يأكُلَ لحْمَ رجلٍ مسْلِمَ، 'একজন মুসলিমের গোশত খাওয়া বা গীবত করার চেয়ে কোন মানুষের জন্য এই (মরা গাধার) গোশত খেয়ে পেট ভর্তি করা উত্তম'।-(*ছহীহুত তারগীব হা/২৮৩৮; সনদ ছহীহ)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহ.) বলেন,

‘অত্র হাদীছ এটা প্রমাণ করে যে, গীবত করা কবীরা গুনাহ’।-(*ফাতহুল বারী ১০/৪৭০)* গীবতকারীরা এই ঘৃণ্য পাপের কারণে সে পরকালেও ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে।-(*আবূদাঊদ হা/৪৮৭৮; মিশকাত হা/৫০৪৬; সনদ ছহীহ)*। সালাফে ছালেহীন এই পাপকে এত বেশী ভয় করতেন যে, পরনিন্দা করা তো দূরের কথা, যারা পরনিন্দা করে তাদেরকেও ভয় করতেন, যেন তাদের সাথে মিশে এই পাপে না জড়িয়ে পড়েন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন, فر من المغتاب فرارك من الأسد ‘তুমি বাঘ থেকে যেভাবে পলায়ন কর, গীবতকারী থেকে সেভাবে পালিয়ে যাও’।-(*আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ ১/২৯২)*

২. গীবত শোনার বিধান : গীবত করা যেমন মহাপাপ তেমনি খুশি মনে পরনিন্দা শোনাও পাপ। মহান আল্লাহ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ‘তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন যেন তা উপেক্ষা করে’ *(ক্বাছাছ ২৮/৫৫)*। ওলামায়ে কেরাম বলেন,إن سماع الغيبة والاستماع إليها لا تجوز، فقائل الغيبة وسامعها في الإثم سواء، ‘গীবত শোনা এবং এর দিকে কান পেতে থাকা বৈধ নয়। গীবতকারী এবং গীবত শ্রবণকারী উভয়ই সমান পাপী’।-(*মাওসূ‘আতুল আখলাক্ব ২/৪০৭)*

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,أن الغِيبة كما يَحرُم على المغتاب ذِكرُها يحرُم على السامع استماعُها و إقرارها، ‘গীবতকারীর উপরে মানুষের দোষ-ত্রুটির বর্ণনা দেয়া যেমন হারাম, ঠিক তেমনি সেটার নিন্দা শ্রবণ করা এবং তার স্বীকৃতি দেয়াও হারাম’।-(*নববী, আল-আযকার, পৃ.২৯১)*

তিনি বলেন,أنه ينبغي لمن سَمِعَ الغِيبة أن يَرُدَّها، ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان، فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممَّن له عليه حق، أو من أهل الفضل والصلاح، كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر، ‘গীবত শ্রবণকারীর কর্তব্য হ’ল নিন্দাকারীকে প্রতিহত করা এবং তাকে ধমক দেওয়া। যদি কথার মাধ্যমে বিরত না রাখতে পারে, তবে হাত দিয়ে বাধা দিবে। যদি হাত বা মুখ দিয়ে বাধা দিতে না পারে, তাহ’লে সেই মজলিস পরিত্যাগ করবে। আর বয়স্ক লোক, বাধা দেওয়ার অধিকার আছে এমন ব্যক্তি, গণ্য-মান্য লোকের গীবত শোনার ব্যাপারে আলোচিত পরিস্থিতির চেয়ে আরো সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে’।-(*আল-আযকার, পৃ. ২৯৪)*

সালাফগণ গীবতের ব্যাপারে এতটাই কঠোর ছিলেন যে, কোন বৈঠকে কারো নিন্দা করা হ'লে সেই বৈঠকই পরিত্যাগ করতেন। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) দাওয়াতের মেহমান হয়ে এক খাবার মজলিসে হাজির হ'লেন। লোকজন বলল, 'অমুক ব্যক্তি এখনো আসেনি'। একজন বলে উঠল, 'সে একটু অলস প্রকৃতির লোক'। তখন ইবরাহীম (রহ.) বললেন, 'যে বৈঠকে বসলে আমার মাধ্যমে কোন মুসলিম ভাইয়ের গীবত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, এমন মসলিসে উপস্থিত থাকা আমার জন্য সমীচীন নয়'। একথা বলে তিনি না খেয়েই সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।-(*সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ১৬৬)*

"গীবতের ভয়ংকর দু'টি ক্ষেত্র"

গীবত অতীব ভয়ংকর গুনাহ। কিন্তু **দুই** ধরনের গীবত আরো বেশী ভয়ংকর।

১.আলেম-ওলামার গীবত;

২.মৃত ব্যক্তির গীবত;

১. আলেমদের গীবত করা :

আলেমদের গীবত দুই রকমের। (১) সাধারণ মানুষ কর্তৃক আলেমদের নিন্দা বা গীবত করা এবং (২) আলেম কর্তৃক অপর মানুষের দোষকীর্তন করা। উভয়টাই মারাত্মক এবং দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের জন্য ক্ষতিকর।

এক- নবী-রাসূলগণের পরে হকপন্থী আলেমগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। সাধারণ কোন মানুষের চেয়ে তাদের মর্যাদা অনেক বেশী। কেননা তারা নবীদের ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ، كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ، إِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، 'আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা তেমন, তারকারাজির উপর চাঁদের মর্যাদা যেমন। নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ বা উত্তরসূরী। নবীরা কোন দীনার-দিরহামের ওয়ারিছ রেখে যান না; বরং তারা ইলমের ওয়ারিছ রেখে যান। যে ব্যক্তি সেই জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, সে প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে'।(*আবূদাঊদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২; মিশকাত হা/২১২)* সুতরাং আলেমদের মান-মর্যাদা যেহেতু বেশী, তাই তাদের পরনিন্দায় পাপের ভয়াবহতাও বেশী।

সাধারণ মানুষের গীবত করা মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণের মতো জঘন্য পাপ। কিন্তু আলেমগণের গোশত আরো বিষাক্ত। তাদের গীবত করলে বান্দার ঈমান ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। ইহকাল ও পরকালে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন,؛لحوم العلماء مسمومة، مَن شمَّها مرض، ومَن أكلها مات 'আলেমদের গোশত বিষাক্ত। যে ব্যক্তি এর ঘ্রাণ নিবে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর যে ব্যক্তি এটা ভক্ষণ করবে সে মৃত্যুবরণ করবে'।(*আব্দুল বাসেত আল-আলমাভী, আল-মু'ঈদ ফী আদাবিল মুফীদ ওয়াল মুস্তাফীদ, পৃ. ৭১)*

একবার এক ব্যক্তি হাসান ইবনে যাকওয়ান (রহঃ)-এর কাছে এসে জনৈক আলেমের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের কথা বলা শুরু করল। ইবনে যাকওয়ান (রহঃ) তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ،مَهْ لَا تَذْكُرِ الْعُلَمَاءَ بِشَيْءٍ فَيُمِيتُ اللهُ قَلْبَكَ 'থামো! আলেমদের কোন দোষ বর্ণনা করবে না; তাহ'লে আল্লাহ তোমার অন্তরের মৃত্যু ঘটাবেন'।(*ইবনু আবিদ্দুনয়া, আছ-ছাম্ত, পৃ. ২৬৮)* ইবনু আসাকির (রহঃ) বলেন,إن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ،ابتلاه الله قبل موته بموت القلب 'যে ব্যক্তি আলেম-ওলামার সমালোচনায় স্বীয় জিহবাকে প্রবৃত্ত করবে, আল্লাহ তার দৈহিক মৃত্যুর আগেই অন্তরের মৃত্যু দিয়ে তাকে পরীক্ষা করবেন'।(*ইবনুল আযরাক্ব, বাদাই'উস সুলূক, ১/৩৯০)*

আবুবকর খাওয়ারিযমী (রহঃ) বলেন,اعلم أن درجة العلماء من أمة محمد صلّى الله عليه وسلم...وكرامتهم عظيمة، ولحومهم مسمومة من شمها مرض، ومن أكلها سقم، وأوصيكم ،معشر الناس والملوك بالعلماء خيرا، فمن عظمهم فقد عظم الله سبحانه وتعالى ورسوله ومن أهانهم فقد أهان الله تعالى ورسوله، أولئك ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفوة ،الأولياء، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 'জেনে রেখো! উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে আলেমগণের সম্মান ও মর্যাদা অতি উচ্চমানে। তাঁদের গোশত বিষাক্ত। যে এই গোশতের ঘ্রাণ নিবে, সে অসুস্থ হয়ে যাবে। যে তা ভক্ষণ করবে, সে আরো মারাত্মকভাবে অসুস্থ হবে। আমি মানবজাতি ও শাসকদেরকে অছিয়ত করছি- তারা যেন ওলামায়ে কেরামের সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি তাদেরকে সম্মান করবে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সম্মান করবে। আর যে তাদেরকে অপমান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অপমান করবে। কারণ তাঁরা নবী-রাসূলদের ওয়ারিছ ও আল্লাহর অলীদের শ্রেষ্ঠ দল। তাদের সিলসিলা অতি পবিত্র। কুরআনের ভাষায় তাদের মূল সুদৃঢ় এবং শাখা আকাশে উত্থিত'।(*আবূ বকর খাওয়ারিযমী, মুফীদুল 'উলূম ওয়া মুবীদুল হুমূম, পৃ. ৩২৯)*

সুতরাং আলাপ-আলোচনায়, গল্প-আড্ডায় এবং সোস্যাল মিডিয়ায় আলেমদের ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করা অন্যান্য কবীরা গুনাহের চেয়েও অনেক প্রভাব বিস্তারকারী মহাপাপ। কেননা এর প্রভাব শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সমালোচনায় লিপ্ত হ'লে জনসাধারণের হৃদয়ে তাদের ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ফলে জনগণ আলেমদের বর্জন করার সাথে সাথে তাদের উপকারী ইলম থেকেও নিজেদের বঞ্চিত করে বসেন। তবে কোন আলেম যদি শিরক-বিদ'আত ও ভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহবান করে, তবে তাদের থেকে জনগণকে সতর্ক করা অন্যান্য আলেমদের ওপর ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এটা ব্যক্তি পর্যায়ের দোষ নয়; দ্বীনী পর্যায়ের ত্রুটি। ফলে এটা হারাম গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না।

দুই- আলেম কর্তৃক অন্য কারো নিন্দা করা দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের জন্য হুমকি স্বরূপ। কারণ সমাজের মানুষ আলেম-ওলামাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন এবং তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। সেই আলেমরাই যখন শারঈ কোন ওযর ছাড়া অন্যায়ভাবে অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেন, তখন সাধারণ মানুষ আশাহত হয়ে যায় এবং তাদের কাছ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়। শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, غيبة العلماء تؤدي إلى احتقارهم وسقوطهم من أعين الناس، وبالتالي إلى احتقار ما يقولون من شريعة الله، وعدم اعتبارها، وحينئذ تضيع الشريعة بسبب غيبة العلماء، ويلجأ الناس إلى جهالٍ يفتون بغير علم، 'আলেম-ওলামারা গীবত করলে সাধারণ মানুষের কাছে তারা অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হন এবং তাদের মর্যাদাহানি হয়। উপরন্তু তারা শরী'আতের যে কথা বলেন, তার প্রতি মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং তাদের কথার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণের আগ্রহ থাকে না। মূলতঃ আলেমদের দোষ চর্চা করার কারণে শরী'আতের মর্যাদা বিনষ্ট হয়। তখন মানুষ এমন সব জাহেল-মূর্খদের দারস্থ হয়, যারা না জেনে ফতওয়া দিয়ে থাকে'।(*ওছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/৪৩; ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দার্ব ২/১২)* তিনি আরো বলেন, غيبة العلماء أعظم بكثير من غيبة غير العلماء، لأن غيبة غير العلماء غيبة شخصية، إن ضرت فإنها لا تضر إلا الذي اغتاب والذي قيلت فيه الغيبة، لكن غيبة العلماء تضر الإسلام كله؛ لأن العلماء حملة لواء الإسلام، فإذا سقطت الثقة بأقوالهم؛ سقط لواء الإسلام، وصار في هذا ضرر على الأمة الإسلامية، 'সাধারণ মানুষের গীবতের চেয়ে আলেমদের গীবতের ভয়াবহতা বেশী। কেননা সাধারণ মানুষের গীবত ব্যক্তি পর্যায়ে হয়ে থাকে। এই গীবতের মাধ্যমে শুধু গীবতকারী এবং যার দোষ বর্ণনা করা হয় তার ক্ষতি হয় (অন্য কারো কোন ক্ষতি হয় না)। কিন্তু

আলেমদের গীবত পুরো ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। কেননা আলেমগণ ইসলামের পতাকা বহনকারী। তাদের কথা-বার্তা বা পরনিন্দার মাধ্যমে (জনগণের কাছে তাদের) বিশ্বস্ততা যখন লোপ পেয়ে যায়, তখন ইসলামের নিশান ভূলুণ্ঠিত হয়। ফলে এই ক্ষতি গোটা মুসলিম উম্মাহর উপর আপতিত হয়'।(*ওছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন, ১/২৫৬)*

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, 'সবচেয়ে খারাপ গীবত হ'ল বক্তা ও ওলামায়ে কেরামের গীবত। কেননা তারা সাধু সেজে নিজেদের মাক্বছাদ প্রকাশ করে। আর মানুষ মনে করে তারা গীবত করছে না।অথচ তিনি অজ্ঞতার মধ্যে নিমগ্ন। তার জানা নেই তিনি একই সময়ে দুই গুনাহ করছেন- (১) গীবত ও (২) রিয়া। তার সামনে যখন কোন ব্যক্তির আলোচনা করা হয়, তখন তিনি বলেন, আল্লাহর শুকরিয়া যে, তিনি আমাদের বাদশাহর দরবারে আসা-যাওয়ার পরীক্ষা থেকে নিরাপদ রেখেছেন, অথবা বলেন, দুনিয়া অর্জনের লাঞ্ছনা থেকে আমাদের হেফাযত করেছেন অথবা দো'আয় বলেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে অমুকের নির্লজ্জতা ও অসম্মান থেকে রক্ষা করুন। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরের দোষ প্রকাশ করা। তিনি শুকরিয়া আদায় বা দো'আ করলেও শোকর ও দো'আ কোনটিই তার মূল উদ্দেশ্য থাকে না।

কখনো কখনো কোন ব্যক্তির গীবত করার উদ্দেশ্যে তার প্রশংসা করা হয়। যেমন- অমুক ব্যক্তি কতই না ভালো! অমুক অনেক ইবাদত করে, তবে তার মধ্যে একটি খারাপ অভ্যাস রয়েছে, এমনকি আমাদের মধ্যেও রয়েছে, তা হচ্ছে ধৈর্য কম থাকা। লক্ষ্য করুন! বাহ্যত এ কথার মাধ্যমে তিনি নিজের নিন্দা করছেন; কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে অপরের দোষ বলা। কিন্তু তিনি এমন পন্থা অবলম্বন করেছেন যে, শ্রোতারা বক্তার ইখলাছ ও নিজেকে ছোট মনে করা দেখে ভাবেন তিনি কতই না পরহেযগার! অথচ বাস্তবে এই বক্তা তিনটি গুনাহে লিপ্ত (১) গীবত (২) রিয়া ও (৩) আত্মপ্রশংসা।- (*গাযালী, ইহ্ইয়াউ 'উলূমিদ্দীন, ৩/১৪৫-১৪৬)*

সুতরাং হকপন্থী আলেম-ওলামার অবশ্য কর্তব্য হ'ল অপরের নিন্দা ও দোষ চর্চা থেকে বেঁচে থাকা। কেননা আলেমগণ গীবতে লিপ্ত হ'ল প্রকারান্তরে তারা দ্বীন ইসলামের ক্ষতিসাধন করেন। গীবতকারী আলেমরা মানুষের কাছে নিন্দিত হন এবং তাদের দ্বীনী উপদেশও জনগণের কাছে উপেক্ষিত হয়। ফলে আলেমের ব্যক্তিগত দোষের কারণে দ্বীনের ক্ষতি হয়ে যায় অনেক বেশী।

২. মৃত মানুষের গীবত করা :

মৃত মানুষের দোষ-ক্রুটি চর্চা করার ভয়াবহতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। কারণ গীবত নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি মৃত মানুষের নিন্দা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) আলাদাভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، وَلَا تَقَعُوا فِيهِ، 'তোমাদের কোন সঙ্গী মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও। তার সম্পর্কে কোন কটূক্তি করো না'।(*আবূদাঊদ হা/৪৮৯৯; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৮২; সনদ ছহীহ)* আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, ولا شك أن غيبة المسلم الميت أفحش من غيبة الحي وأشد؛ لأن عفو الحي واستحلاله ممكن، بخلاف الميت؛ 'নিঃসন্দেহে জীবিত মানুষের গীবত করার চেয়ে মৃত মুসলিমের গীবত করা অধিকতর খারাপ ও ভয়াবহ। কেননা জীবিত মানুষের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া এবং মীমাংসা করে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু মৃত মানুষের ব্যাপারে সেই সুযোগটা থাকে না'।(*আওনুল মা'বূদ ১৩/২৪২)*

তবে মৃত ব্যক্তি যদি কোন অন্যায় বা পাপের প্রচলন করে এবং তার প্রভাব জীবিতদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়, তবে জীবিতদের সতর্ক করার জন্য সেই মৃত ব্যক্তির অন্যায় কাজের সমালোচনা করা ওয়াজিব। ইমাম মানাভী (রহঃ) বলেন,إِن غيبَة الْمَيِّت أشدّ من غيبَة الْحَيّ وَهَذَا مَا لم يَتَرَتَّب على ذكره بالسوء مصلحَة وَإِلَّا كالتحذير من بدعته فَهُوَ جَائِز بل وَاجِب، 'জীবিত ব্যক্তির চেয়ে মৃত ব্যক্তির গীবত করা অধিক ভয়াবহ। এই গীবত শুধু তখনই না জায়েয হবে যখন মৃত ব্যক্তির দোষ বর্ণনাতে কোন সংশোধনের উদ্দেশ্য থাকে না। অন্যথা তার (মৃত ব্যক্তির) বিদ'আত বা অন্যায় কাজ থেকে সতর্ক করা (এবং এর জন্য সমালোচনা করা) শুধু বৈধই নয়; বরং ওয়াজিব'।(*মানাভী, আত-তায়সীর শারহু জামি'ইছ ছাগীর ১/১৪২)*

"গীবত ও চোগলখুরীর মধ্যে পার্থক্য"

গীবত (পরনিন্দা) :

গীবত হচ্ছে কারো ব্যাপারে এমন কিছু দোষ-ক্রুটির কথা বলা; যা বাস্তবেই তার মাঝে বিদ্যমান আছে এবং যা শুনলে তার খারাপ লাগবে বা মন খারাপ হবে।

নামীমাহ (চোগলখুরী) : পরস্পরের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অরেকজনকে বলা। এটাকে নামীমাহ বা চোগলখুরী বলা হয়।-(*ইবনে মানযূর, লিসানুল আরব ১২/৫৯২; ইবনুল আছীর, আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীছ, ৫/২৫৬)*

ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, 'অনেকে ইখতিলাফ করেন যে, 'গীবত' ও 'নামীমাহ' কি একই জিনিস নাকি ভিন্ন কিছু? এ ব্যাপারে সঠিক কথা হ'ল উক্ত দুই পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'নামীমাহ' হ'ল ফাসাদ সৃষ্টি করার মানসিকতা নিয়ে একজনের অপছন্দনীয় কথা অন্যকে বলে দেওয়া, সেটা জেনে হোক বা না জেনে হোক। আর 'গীবত' হ'ল কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ক্রুটি বর্ণনা করা, যা সে অপছন্দ করে। এখানে সূক্ষ্ম পার্থক্য হ'ল- 'নামীমাহ'-তে দ্বন্দ্ব বা অশান্তি সৃষ্টি করার হীন উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু 'গীবতে' সেই উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে'।-(*ফাৎহুল বারী ১০/৪৭৩)* নামীমাহ ধরনগত দিক থেকে গীবতের মতো হ'লেও ভয়াবহতার দিক দিয়ে এটা গীবতের চেয়েও মারাত্মক ও সমাজবিধ্বংসী কর্মকান্ড। কেননা চোগলখুরীর মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা, মারামারি, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির দাবানল জ্বলে ওঠে।

"প্রকৃত দরিদ্র কে?"

গীবত বহু কষ্টে অর্জিত পূণ্যকে অন্যের আমলনামায় দিয়ে দেওয়ার এক মাধ্যম।কারণ হাশরের ময়দানে যার গীবত করা হচ্ছে তার গুনাহগুলো গীবতকারীর কাছে চলে যাবে আর গীবতকারীর নেক আমলগুলো যার গীবত করা হয়েছে তার কাছে চলে যাবে। এভাবে হাশরের ময়দানে প্রচুর আমল নিয়ে আসলেও শুধুমাত্র গীবত করার কারণে আমাদের আমলগুলো অন্যদেরকে দিয়ে দিতে হবে।তবে দুনিয়াতে যদি যার গীবত করা হয়েছে তার নিকট থেকে ক্ষমা করা হয় বা ক্ষমা চেয়ে নেয়া হয়, তাহলে সমস্যা নেই। কেননা গীবত হল এক প্রকার জুলম। যা বান্দাদের একে অপরের দ্বারা সংঘঠিত হয়। এই জুলম আল্লাহ ছেড়ে দেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে মীমাংসা না করে' (মুসনাদুল বাযযার, হা/৬৪৯৩; মুসনাদ আবী দাঊদ আত-ত্বায়ালিসী, হা/২২২৩; শারহুস সুন্নাহ, হা/৪১৬৭; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/২০২৭৬; সনদ 'হাসান'; ছহীহুল জামেঈ, হা/৩৯৬১; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১৯২৭)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের উপর তার সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে অত্যাচার করেছে, তবে সে যেন তার নিকট হতে তা মাফ করে নেয় ঐদিনের পূর্বেই, যেদিন তার নিকট দিরহাম কিংবা দীনার কিছুই থাকবে না। আর যদি

তার নিকট নেক আমল থাকে, তবে তার অত্যাচার পরিমাণ নেকী নেয়া হবে, আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে অত্যাচারিত ব্যক্তির গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৪৯)

প্রসঙ্গক্রমে নিচে আরো একখানা হাদিস উল্লেখ করা হলো-

হাদিস শরিফে এসেছে, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, বল তো, দরিদ্র কে? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, যার হাতে টাকা-পয়সা নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। মূলত: দরিদ্র সে নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে অসংখ্য নেক আমলসহ বিদায় নিবে। নামাজ-রোজা, দান-সদকা, জিকির-তাসবীহসহ হাজারো নেক আমল তার আমলনামায় মওজুদ থাকবে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন হিসাব শুরু হবে, তার আমলনামার পাশে মানুষের ভিড় জমে যাবে। কেউ দাবি করবে, আমি এ ব্যক্তির নিকট হক পাই, যেহেতু সে দুনিয়াতে আমার হক নষ্ট করেছে। কেউ বলবে, এ ব্যক্তি আমার গিবত করেছে। আরেকজন বলে উঠবে, এ ব্যক্তি আমাকে হিংসা করেছে। অপরজন দাবি জানাবে, এ ব্যক্তি আমার সাথে অনধিকার চর্চা করেছে। এভাবে একেকজন একেকভাবে তার কাছে অধিকার দাবি করবে। আখিরাতের জীবনে তো টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পদ ইত্যাদি থাকবে না, যেগুলো দ্বারা হক পূর্ণ করা যাবে। আখিরাতের টাকা-পয়সার নাম একমাত্র নেক আমল। সুতরাং, প্রত্যেকে নিজস্ব হক বাবদ এ ব্যক্তির নেক আমলগুলো নিয়ে যাবে। একজন নামাজ নিয়ে যাবে, অপরজন রোজা নিয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে শিক্ষনীয় সুন্দর একটি ঘটনা:

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সমকালীন ব্যক্তিত্ব। উভয়ের দরবারেই দরস বসত। একদিন হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে আপনি কেমন ধারণা পোষণ করেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. তো বড় কৃপণ লোক। লোকটি বলল, আমরা তো শুনেছি, তিনি খুব দানশীল। সুফিয়ান সাওরী রহ. বললেন, তিনি এতো বড় বখিল যে, নিজের নেক আমল কাউকে দিতে চান না, অথচ অন্যের নেক আমল নিজে নিয়ে নেন। সেটা এভাবে যে, মানুষ তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা করে, যার ফলে সমালোচকদের নেক আমল তাঁর আমলনামায় চলে যায়। অন্যদিকে তিনি সমালোচনা করেন না এবং

সমালোচনা শুনেনও না। এজন্যই বলছি, তিনি পার্থিব দৃষ্টিকোণে খুব দানশীল হলেও আখিরাতের দৃষ্টিকোণে নিতান্তই কৃপণ।

“গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ”

গীবত একটি ভয়াবহ কবীরা গুনাহ। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য গীবত বা পরনিন্দা হারাম করেছেন। কারণ গীবতের মাধ্যমে অপর ভাইয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে গীবত হারাম নয়। ইমাম হায়তামী (রহঃ) বলেন, নিরুপায় হয়ে গেলে বেঁচে থাকার তাকীদে যেমন সাময়িকভাবে মৃত প্রাণী ও শূকরের গোশত খাওয়া জায়েয, ঠিক তেমনি মুসলমানদের বৃহত্তর কল্যাণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয।(*ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির 'আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ির ২/১১)*
ইমাম নববী, গাযালী, শাওক্বানী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম বৈধ গীবতের **ছয়টি ক্ষেত্র** বর্ণনা করেছেন।নিম্নে গীবতের বৈধ ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করা হল:

১. যালেমের যুলুম প্রকাশ করার ক্ষেত্রে;
২. মুসলিম সমাজকে সতর্ক ও নছীহত করার ক্ষেত্রে;
ক. জারাহ ওয়াত তা'দীল
খ. বিবাহের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীর ত্রুটি প্রকাশ করা
গ. মন্দ ব্যক্তি থেকে সতর্ক করা
ঘ. দুষ্টমতি আলেম ও বিদ'আতী থেকে সতর্ক করা
৩. ফাসেক ব্যক্তির প্রকাশ্য পাপের বর্ণনা দিতে;
৪. ফতওয়া চাওয়া বা প্রদান করার ক্ষেত্রে ;
৫. মন্দ প্রতিহত করা ও পাপীকে সৎপথে ফিরিয়ে আনা;
৬. কারো পরিচয় বর্ণনার ক্ষেত্রে;

১. যালেমের যুলুম প্রকাশ করার ক্ষেত্রে :
ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য যালেমের অত্যাচারের বিষয় প্রকাশ করা মাযলূমের জন্য জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، 'হক্বদারের জন্য কথা বলার অধিকার আছে'।(*বুখারী হা/২৩০৬; মুসলিম হা/১৬০১; মিশকাত হা/২৯০৬)*

মহান আল্লাহ বলেন,لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيمًا، 'আল্লাহ কোন মন্দ কথা প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে যে অত্যাচারিত হয় (তার কথা স্বতন্ত্র)। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(নিসা ৪/১৪৮)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসেরীনে কেরাম বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) ও হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, এখানে মন্দ কথা প্রকাশ করার অর্থ হ'ল- যালেমের বিরুদ্ধে বদদো'আ করা বৈধ। তবে মাযলূম যদি ধৈর্যধারণ করে সেটাই উত্তম।(*তাফসীর কুরতুবী ১/৬)*

ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হ'ল- আল্লাহ বদদো'আ করা অপছন্দ করেন, তবে মাযলূমের বদদো'আকে অপছন্দ করেন না।(*তাফসীরে তাবারী ৯/৩৪৩)।* আশ-শানক্বীতী (রহঃ) বলেন, আয়াতেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, বদাদো'আ করার চেয়ে যালেমকে ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম।(*শানক্বীতী, আয্ওয়াউল বায়ান ৬/৩৫৭)*

ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, فَيَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ ظُلْمِ الظَّالِمِ وَأَنْ يَدْعُوَ عَلَيْهِ، 'যালেমের অত্যাচারের খবর প্রকাশ করা এবং তার জন্য বদদো'আ করা মাযলূমের জন্য জায়েয। কেননা আল্লাহ বলেন,وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়, তাদের বিরুদ্ধে দোষারোপের কোন পথ নেই।'*(সূরা শূরা ৪২/৪১)*।

ইমাম শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতে যালেমের যুলুম প্রকাশ করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, যালেম ব্যক্তির অন্যান্য দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা জায়েয; বরং তার যুলুমটুকু প্রকাশ করা জায়েয। মূলতঃ এখানে অত্যাচারের বিষয় প্রকাশ করার বৈধতা দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। আর সেটা হ'ল- যদি মাযলূমের জন্য নির্যাতনের বিষয় প্রকাশ করা জায়েয না হ'ত, তবে সে যালেমের জন্য বদদো'আ করত। আর যালেমের বিপক্ষে সেই বদদো'আ অবশ্যই কার্যকর হয়ে যেত। সুতরাং মাযলূম যদি ন্যায় বিচারের জন্য স্বীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা পায়, তবে যালেম ব্যক্তি দুনিয়াতেই তার শাস্তি পেয়ে যাবে এবং সে হয়ত তার যুলুম থেকে ফিরে আসবে। ফলে পরকালের শাস্তি থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে।(*মুহাম্মাদ শাওক্বানী রাফ'উর রীবাহ আম্মা ইয়াজূযু ওয়া মা-লা ইয়াজূযু মিনাল গীবাহ, তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ: মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আশ-শায়বানী (কুয়েত: মারকাযুল মাখতূত্বাত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৪হিঃ/ ১৯৯৩খ্রিঃ) পৃঃ ২৩-২৪)*

শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ভাইকে কষ্ট দেয়, তার সম্পদ আত্মসাৎ করে অথবা অন্য কোন মাধ্যমে তার প্রতি যুলুম করে। আর সেই মাযলূম ব্যক্তি যদি মনকে হালকা করার জন্য তার পরিবার, স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধবের কাছে সেই যুলুমের কথা প্রকাশ করে, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা যালেম ও মাযলূমের মাঝে কোন পর্দা নেই।(*তাফসীরুল ওছায়মীন (হুজুরাত-হাদীদ), পৃঃ ৫৫)*

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'মাযলূম ব্যক্তির জন্য তার ওপর চলা যুলুম বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বাদশাহ, বিচারক বা ন্যায়বিচার প্রদানে সক্ষম ব্যক্তির নিকট যুলুমের বিবরণ প্রকাশ করা জায়েয। অর্থাৎ তার এই ধরনের কথা বলা জায়েয যে, অমুক আমার উপর যুলুম করেছে, আমার অধিকার নষ্ট করেছে বা জোরপূর্বক আমার থেকে এই বস্তু ছিনিয়ে নিয়েছে ইত্যাদি'।(*নববী, আল-আযকার, পৃঃ ৩৪০; রিয়াযুছ ছালিহীন, পৃঃ ৪২৫)।* হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের দোষ বর্ণনা করলে সেটা গীবত হিসাবে গণ্য হয় না- (১) অত্যাচারী শাসক, (২) প্রকাশ্য পাপাচারী এবং (৩) বিদ'আতী'।(*সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃঃ ১৬৭)।*কেননা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার নমুনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগেও পাওয়া যায়। যেমন জাবির (রাঃ) বলেন, সা'দ ইবনুর রবী' (রাঃ)-এর স্ত্রী সা'দের ঔরসজাত তার দুই মেয়েসহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা সা'দ ইবনুর রবী'র দুই মেয়ে। এদের বাবা উহুদের যুদ্ধে আপনার সাথে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন। এদের চাচা এদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং এদের জন্য কিছুই রাখেনি। আর সম্পদ না থাকলে এদের বিয়ে দেওয়াও তো সম্ভব হবে না। তিনি বললেন, এ বিষয়টি আল্লাহই সমাধান করে দিবেন। অতঃপর এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা নিসাতে মীরাছ বণ্টন বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হয়।(*আবূদাঊদ হা/২৮৯১; তিরমিযী হা/২০৯২, সনদ হাসান)* এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য যালেমের নির্যাতনের বর্ণনা দেওয়া জায়েয।

আরেকবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার এক প্রতিবেশী আছে, সে আমাকে খুব কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيقِ، 'তুমি ফিরে গিয়ে তোমার ঘরের আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে রাখ'। অতএব সে ফিরে এসে তার ঘরের আসবাবপত্র বাইরে ফেলে দিল। এতে তার ঘরের সামনে লোকজন জড়ো হ'ল। তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট

দেয়। আমি তা নবী কারীম (ছাঃ)-এর নিকট বললে তিনি আমাকে ঘরের আসবাবপত্র বাইরে ফেলে রাখতে বলেন। তখন লোকজন সেই যুলুমকারীকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, اللَّهُمَّ العَنْه اللَّهُمَّ اخْزِه, 'হে আল্লাহ! তার উপর অভিসম্পাত কর, হে আল্লাহ! তাকে লাঞ্ছিত কর'। বিষয়টি প্রতিবেশী জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটে এসে বলল, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনো তোমাকে কষ্ট দিব না'।(*আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৫, সনদ হাসান ছহীহ)* এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন,وهو هنا في هذا من الأدلة على جواز الغيبة في بعض الحالات، الشكوى لدفع الظلم وصد التعدي، وفي استشارة الإمام والعالم في الأمور الاجتماعية، 'কতিপয় ক্ষেত্রে গীবত করা যে বৈধ, এই হাদীছটি তার অন্যতম দলীল। আর সেটা হ'ল যুলুম-নির্যাতন প্রতিহত করা ও সীমালংঘন বন্ধের জন্য অভিযোগ উত্থাপন করা। আর সামাজিক বিষয়ে আলেম ও নেতাদের পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য'।(*হুসাইন আওদা আল-আওয়াইশাহ, শারহু ছহীহিল আদাবিল মুফরাদ, ১/১৫২)*

তবে যালেমের যুলুম প্রকাশ করতে গিয়ে যেন সীমালংঘন না হয়ে যায় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ، 'গালিদাতাদের মধ্যে প্রথম গালিদাতার উপর যাবতীয় গালির পাপ বর্তাবে, যতক্ষণ না অত্যাচারিত ব্যক্তি সীমালংঘন করে'।(*মুসলিম হা/২৫৮৭; মিশকাত হা/৪৮১৮)*। এই হাদীছের মাধ্যমে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়- প্রথমত, মাযলূম যদি যুলুমের প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে, তবে শুধু গালিদাতা বা অত্যাচারী ব্যক্তি একাই পাপী হবে না; বরং মাযলূম ব্যক্তিও পাপী হবে।(*মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৭/৩০২৮)*। দ্বিতীয়ত, যতটুকু গালি দেওয়া হয়েছে, ততটুকুই প্রত্যুত্তর করা জায়েয। অর্থাৎ নির্যাতনের সমপরিমাণ প্রতিবাদ করা জায়েয, এর বেশী নয়।(*ওছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালিহীন ৬/২২২)*

আওফ (রহঃ) বলেন, একবার আমি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ)-এর কাছে গিয়ে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের ব্যাপারে অনেক সমালোচনামূলক কথা বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহ ন্যায়বিচারকারী। তিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ থেকে যেভাবে প্রতিশোধ নিবেন, ঠিক তেমনিভাবে তার গীবতকারী থেকেও প্রতিশোধ নিবেন। ক্বিয়ামতের দিন যখন তুমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, তখন তোমার এই ছোট্ট গুনাহটি হাজ্জাজের বড় গুনাহের মোকাবিলায় কঠিন শাস্তির কারণ হবে।(*গাযালী, ইইয়াউল উলূমিদ্দীন ৩/১৫৩)*

২. মুসলিম সমাজকে সতর্ক ও নছীহত করার ক্ষেত্রে :

মুসলিম ব্যক্তিকে অনিষ্টকারিতা থেকে সতর্ক ও সাবধান করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা বৈধ। ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গনীমতের মাল বণ্টন করলেন। তখন আনছারদের মধ্যকার এক মুনাফিক লোক বলল, وَاللهِ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ اللهِ، ‘আল্লাহর কসম! এ কাজে মুহাম্মাদ আল্লাহর সন্তুষ্টি চাননি। তখন আমি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ কথা জানালাম। এতে তাঁর চেহারার রং পাল্টে গেল। তিনি বললেন, رَحِمَ اللهُ مُوسَى، لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ‘আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর উপর দয়া করুন। তাঁকে এর থেকেও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছে, তবুও তিনি ধৈর্য অবলম্বন করেছেন’।(*বুখারী হা/৬০৫৯)।* এই ঘটনার পর থেকে ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) সেই আনছারী থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করেননি।(*কুররাতু আইনিল মুহতাজ ২/৩১৪)।* ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীছের আলোকে বলেন, বন্ধু-বান্ধব ও ভাই-বোনদের সম্পর্কে কেউ যদি কোন অন্যায় সমালোচনা করে তবে সেটা তাদের জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য।(*নববী, আল-আযকার, পৃঃ ৩৪২)।* অনুরূপভাবে যায়েদ ইবনে আরক্বাম (রাঃ) মুনাফেক্ব নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলে দিয়েছিলেন।(*বুখারী হা/৪৯০৩; মুসলিম হা/২৭৭২)*

মুসলমানকে সতর্ক ও নছীহত করার সাথে কয়েকটি বিষয় সংশ্লিষ্ট।(*ড. সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী, আ-ফাতুল লিসান ফী যূইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃঃ ২৮)।* তন্মধ্যে কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল-

ক. জারাহ ওয়াত তা‘দীল :

হাদীছের ছহীহ-যঈফ, মুত্তাছিল-মুনক্বাতি‘, মারফূ‘-মাওকূফ, খবরে ওয়াহিদ, শায-গারীব প্রভৃতি সাব্যস্ত করার জন্য হাদীছ বর্ণনাকারীদের জীবনী ও দোষ-গুণ পর্যালোচনা করা হয়। আর রাবীদের জীবনী পর্যালোচনার শাস্ত্রকে উছূলে হাদীছের পরিভাষায় ‘জারাহ ওয়াত-তা‘দীল’ বলা হয়। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ‘হাদীছ বর্ণনাকারীর ব্যাপারে শরী‘আত সম্মত কোন অভিযোগ থাকলে তা সকলকে জানিয়ে দেওয়া শুধু জায়েযই নয়; বরং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতে ওয়াজিব’।(*আল-আযকার, পৃঃ ৩৪১)* ।অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দোষ বর্ণনা না করলে ব্যক্তি পাপী হবেন। কারণ এর ফলে মুসলমানদের মাঝে যঈফ ও জাল হাদীছের সয়লাব হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, أَنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ .وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ .وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ.كما

قال مُحَمَّد بْن سِيرِينَ؛ قَالَ :إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ .فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، وقال عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ :الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.

'নিশ্চয়ই সনদ (হাদীছের রাবীদের পরম্পরা) দ্বীনের অংশ বিশেষ। বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ছাড়া কারো থেকে হাদীছ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর বর্ণনাকারীদের মাঝে বিদ্যমান দোষ-ক্রটি সমালোচনা করা শুধু জায়েযই নয়; বরং ওয়াজিব। এটা হারাম গীবতের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং এটা ইসলামী শরী'আত পবিত্র ও স্বচ্ছ রাখার অন্যতম উপায়। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, 'সনদ যাচাইয়ের জ্ঞান হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং তোমরা ভালোভাবে খেয়াল কর- কার কাছ থেকে তোমারা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ'। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, 'সনদ হচ্ছে দ্বীনের অংশ। যদি ইসনাদ না থাকত, তাহ'লে মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই বলত'।(*মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ, ১/১২, ১৪)* ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, 'গীবত করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এই বিধানের ব্যতিক্রম হ'তে পারে। যেমন- হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধির জন্য রাবীদের সমালোচনা ও নছীহতের জন্য দোষ বর্ণনা করা বৈধ'।(*তাফসীরে ইবনে কাছীর ৭/৩৮০)*

খ. বিবাহের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীর ক্রটি প্রকাশ করা :

বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ছেলে বা মেয়ের সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া হ'লে তাদের দোষ-গুণ খোলাখুলি বলে দেওয়া জরুরী। দুশ্চরিত্র ও বদগুণের অধিকারী পাত্র-পাত্রী থেকে সতর্ক করা কর্তব্য। অন্যথা পরবর্তীতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হ'তে পারে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর কাছে কেউ এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে তিনি স্পষ্টভাবে পাত্র-পাত্রীর দোষ বলে দিতেন। যেমন ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) ও তার স্বামী আবূ আমর ইবনে হাফস (রাঃ)-এর মাঝে যখন তালাক হয়ে যায়, তখন তিনি ইদ্দত পালনের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করেন। ইদ্দত পালন শেষে মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান ও আবূ জাহাম তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন,أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، 'আবূ জাহাম এমন লোক যে তার কাঁধ থেকে লাঠি নামিয়ে রাখে না (অর্থাৎ স্ত্রীকে মারধর করে)। আর মু'আবিয়া তো নিঃস্ব তার কোন সম্পদ নেই। তুমি বরং উসামা ইবনু যায়েদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও'। ফাতেমা (রাঃ) বলেন, প্রথম পর্যায়ে উসামাকে আমার পছন্দ হ'ল না। কিন্তু তিনি আমাকে পুনরায়

উসামাকে বিয়ে করার পরামর্শ দিলেন। তখন আমি উসামার সঙ্গেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লাম। বিয়ের পর দেখলাম, আল্লাহ তার মাঝে আমার জন্য বিরাট কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। আর আমি তার স্ত্রী হওয়ার কারণে সবার কাছে ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হয়েছি'।(*মুসলিম হা/১৪৮০; আবূদাঊদ হা/২২৮৪; মিশকাত হা/৩৩২৪)*

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْدَ الْمُشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ، 'পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়ার সময় মানুষের মাঝে বিদ্যমান ত্রুটির বর্ণনা দেওয়া যে বৈধ, এই হাদীছে তার দলীল বিদ্যমান। এটা হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং এটা আবশ্যিক নছীহতের অন্তর্ভুক্ত'।(*শারহুন নববী আলা মুসলিম ১০/৯৭)*

গ. মন্দ ব্যক্তি থেকে সতর্ক করা :

মন্দ স্বভাবের ও অনিষ্টকারী থেকে মুসলিম ব্যক্তিকে সতর্ক করা ঈমানের দাবী। এক্ষেত্রে ঐ খারাপ লোকের দোষ-ত্রুটি বলে দেওয়া গীবতের মধ্যে শামিল হবে না। যেমন, একজন দ্বীনদার ব্যক্তিকে যদি দেখা যায়- তিনি পথভ্রষ্ট, ফাসেক ও গুনাহগারের বাড়িতে আসা-যাওয়া করছেন। আর এতে আশঙ্কা রয়েছে, তার মধ্যে গুনাহ ও বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। তবে সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য ঐ পাপী লোকের দোষ বর্ণনা করা কর্তব্য। যাতে তিনি সেই পাপী ব্যক্তির মাধ্যমে প্রভাবিত না হন। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন দুষ্টমতি, চোর, ব্যভিচারী, মদ্যপ লোককে ভৃত্য রাখতে চায়, তবে মনিবকে সতর্ক করে সেই ভৃত্যের দোষ উল্লেখ করা বৈধ। তদ্রূপ কেউ যদি কোন অসৎ-খেয়ানতকারী লোকের সাথে ব্যবসা করতে চায় অথবা তার সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে চায় অথবা তাকে কর্মী হিসাবে নিয়োগ দিতে চায়, সেই ব্যক্তি থেকে সতর্ক করার জন্য গীবত করা জায়েয।(*গাযালী, ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/১৫২; আল-আযকার পৃঃ ৩৪১)*

ঘ. দুষ্টমতি আলেম ও বিদ'আতী থেকে সতর্ক করা :

বর্তমান সময়ে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষ তিনটি বিষয়কে বেশী প্রাধান্য দেয়- (১) অনলাইন বা অফলাইনে আলেম ও আলোচকদের বক্তব্য শোনা, (২) দ্বীনী মজলিসগুলোতে অংশগ্রহণ করা এবং (৩) ইসলামী বইপত্র অধ্যয়ন করা। নিঃসন্দেহে এগুলো ইলম অর্জনের উপকারী মাধ্যম। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেসব আলেমের বক্তব্য শুনছে, যাদের মাহফিলে যোগদান করছে এবং যাদের লেখা বইপত্র পড়ছে, তারা যদি বিদ'আতী ও পথভ্রষ্ট হয় এবং জনগণ তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে জনগণকে সেই

পথভ্রষ্ট-বিদ‘আতী আলেম থেকে সতর্ক-সাবধান করা দ্বীনদার আলেমদের ওপর ওয়াজিব। এক্ষেত্রে সেই বিদ‘আতী পথভ্রষ্ট আলেমের শারঈ ক্রটি-বিচ্যুতি লোকসম্মুখে তুলে ধরা গীবতের মধ্যে শামিল হবে না। কারণ একজন মুসলিমের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হ’ল তার দ্বীন। কিন্তু তিনি যদি সেই দ্বীন ভুলভাবে শিখেন, তবে তার দুনিয়া-আখেরাত উভয়টাই বরবাদ হয়ে যাবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পথভ্রষ্ট আলেমকে উম্মতের জন্য হুমকি স্বরূপ মনে করতেন। তিনি বলেন, إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الـمُضِلِّينَ، ‘আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে পথভ্রষ্টকারী নেতাদেরকেই ভয় করি’।(*তিরমিযী হা/২২২৯; আবূদাঊদ হা/৪২৫২, সনদ ছহীহ)* যিয়াদ ইবনু হুদায়র (রহঃ) বলেন, একদিন ওমর (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, هل تعرفُ ما يَهْدِمُ الإسلامَ؟ ‘তুমি কি বলতে পারো, কোন্ জিনিস ইসলাম ধ্বংস করবে? আমি বললাম, আমি বলতে পারি না। তখন তিনি বললেন,يَهْدِمُهُ زَلَّةُ العالِمِ، وجدالُ الـمُنافقِ بالكتابِ، وحُكمُ الأئمَّةِ المضلِّينَ، ‘আলেমদের পদস্খলন, আল্লাহর কিতাব নিয়ে মুনাফিক্বদের তর্ক-বিতর্ক এবং পথভ্রষ্ট শাসকদের শাসনই ইসলামকে ধ্বংস করবে’।(*দারেমী হা/২১৪; মিশকাত হা/২৬৯, সনদ ছহীহ)*

ছাহাবীদের যুগের দু’জন চিহ্নিত মুনাফিক্বের ব্যাপারে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন,مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا، ‘আমার মনে হয় না অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে’।(*বুখারী হা/৬০৬৮)*

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, বিদ‘আতী ব্যক্তির সমালোচনা করা হারাম গীবতের পর্যায়ভুক্ত নয়।(*হেবাতুল্লাহ লালকাঈ, শারহু উছূলি ই‘তিক্বাদি আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত ১/১৫৮)*। একবার আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ’ল, الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ ‘যে ব্যক্তি ছিয়াম রাখে, ছালাত আদায় করে এবং ই‘তিকাফ করে, সেই লোক আপনার কাছে বেশী পছন্দনীয়, নাকি যে বিদ‘আতীদের সম্পর্কে কথা বলে, সেই লোক আপনার কাছে বেশী প্রিয়’? জবাবে তিনি বলেন, ‘সেই ব্যক্তি যখন ছালাত-ছিয়াম ও ই‘তিকাফে রত থাকে, তখন সেই আমলটা শুধু তার নিজের জন্যই সম্পাদিত হয়। কিন্তু যখন সে বিদ‘আতীর বিরুদ্ধে কথা বলে, তখন সেখানে গোটা মুসলিম জাতির কল্যাণ নিহিত থাকে। আর এটাই অধিকতর উত্তম ও মর্যাদাপূর্ণ’।(*ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া, ২৮/২৩১)*

সালাফগণ বিদ‘আতী ও প্রবৃত্তিপরায়ণ আলেমদের থেকে জাতিকে সতর্ক করতেন। আবু কিলাবা (রহঃ) বলেন, لا تُجَالِسُوا أهل الأَهْوَاءِ وَلا تُجَادِلُوهُمْ فَإِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِيْ ضَلاَلَتِهِمْ أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ، ‘তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারীদের সঙ্গে উঠাবসা করো না এবং তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ো না। কেননা আমার ভয় হয় যে, তারা তোমাদেরকে গোমরাহীর মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে অথবা তোমাদের জানা-শোনা বিষয়ে তোমাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দিতে পারে’।(*ইবনু সা‘দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৭/১৩৭)*। ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) তার ছাত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেন, صاحب البِدعة لا تأمَنه على دِينك، ولا تشاوِره في أمرك، ولا تجلِس إليه، ‘আমি তোমার দ্বীনের জন্য বিদ‘আতী ব্যক্তিকে নিরাপদ মনে করি না। আর তোমার কোন বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করবে না এবং তার কাছে বসবেও না’।(*লালকাঈ, শারহু উছূলিল ই‘তিক্বাদ, ১/১৩৬)*

তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, কোন ব্যক্তি, শাসক ও আলেমের সমালোচনা যেন অবশ্যই সংশোধনমূলক ও ইনসাফপূর্ণ হয়। অর্থাৎ তারা তাদের বক্তৃতা, লেখনি ও কর্মকান্ডে দ্বীনের ব্যাপারে যতটুকু ভুল করেছেন, কেবল ততটুকুর সমালোচনা করে সঠিক বিষয় পরিবেশন করা কর্তব্য। সেই সমালোচনা যেন কোনভাবেই হিংসামূলক এবং ব্যক্তিগত চরিত্রে আক্রমণমূলক না হয়ে যায়। এমন হ’লে আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে।

৩. ফাসেক ব্যক্তির প্রকাশ্য পাপের বর্ণনা দিতে :

সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যারা প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে এবং তারা সেই পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় না। আর মানুষও তাদের গুনাহ সম্পর্কে অবগত থাকে। এমন মন্দ লোকের দোষ বর্ণনা করা হারাম নয়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে মানুষকে সতর্ক করার জন্য এদের দোষ-ত্রুটি বলে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، ‘তাকে অনুমতি দাও। সে তার বংশের নিকৃষ্ট সন্তান’। কিন্তু যখন লোকটা ভিতরে প্রবেশ করে, তখন নবী করীম (ছাঃ) সেই লোকের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি এই লোকের ব্যাপারে যা বলার তা বলেছেন। এখন আপনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন! জবাবে তিনি বললেন, أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ، ‘হে আয়েশা! আল্লাহর কাছে মর্যাদায় নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার অশালীন ব্যবহার

থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তার সংসর্গ পরিত্যাগ করে'।(*বুখারী হা/৬০৫৪,৬১৩১; মুসলিম হা/২৫৯১)*। এই হাদীছের মাধ্যমে ইমাম বুখারী ফাসাদ ও সংশয় সৃষ্টিকারীর গীবত জায়েয হওয়ার দলীল নিয়েছেন। তিনি এই হাদীছটি নিম্নের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন,ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، 'ফাসাদ ও সন্দেহ সৃষ্টিকারীদের গীবত করা জায়েয'।(*আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ আল-ফাওযান, মিনহাতুল আল্লাম ফী শারহি বুলূগিল মারাম, ১০/২৪১)*

আব্দুল হক্ব দেহলভী (রহঃ) বলেন, فيه دليل على جواز الغيبة للفاسق المجاهر ليتقي الناس من شره، 'এই হাদীছে দলীল রয়েছে যে, প্রকাশ্যে গুনাহকারী ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে মানুষকে সতর্ক করার জন্য গীবত জায়েয'।(*লুম'আতুত তানক্বী' ৮/১৫০)* ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, 'এই ক্ষেত্রে দোষ বর্ণনা করা তখনই জায়েয হবে, যখন এর দ্বারা মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্য থাকবে'।(*শাওকানী, রাফউর রীবাহ, পৃঃ ৩৯)*

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, ثَلَاثَةٌ لَا غِيبَةَ لَهُمْ :الْإِمَامُ الْخَائِنُ، وَصَاحِبُ الْهَوَى الَّذِي يَدْعُو إِلَى هَوَاهُ، وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ فِسْقَهُ، 'তিন শ্রেণীর লোকের নিন্দা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়- (১) খেয়ানতকারী শাসক, (২) প্রবৃত্তির অনুসারী, যে তার স্বীয় প্রবৃত্তির দিকে অপরকে আহবান জানায়, (৩) পাপিষ্ট ব্যক্তি, যে তার পাপাচার প্রকাশ করে বেড়ায়'।(*আহমাদ ইবনে হাম্বল, আয-যুহদ, পৃঃ ২৩৪)*

৪. ফতওয়া চাওয়া বা প্রদান করার ক্ষেত্রে :

ফতওয়া গ্রহণের উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ। যেমন আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আবূ সুফিয়ান কৃপণ মানুষ। সে আমার ও আমার সন্তানাদির প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ দেয় না। ফলে আমি তার অজান্তে তার সম্পদ থেকে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি। এতে কি আমার কোন পাপ হবে?' জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ، 'তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ন্যায়সঙ্গতভাবে ততটুকু গ্রহণ কর'।(*বুখারী হা/৫৩৬৪; মুসলিম হা/১৭১৪)* এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে হিন্দা তার স্বামীর দোষ বললেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটাকে গীবত মনে করেননি এবং তাকে বাধাও দেননি। কারণ এখানে হিন্দা তার স্বামীর ত্রুটি প্রকাশ করেছেন ফতওয়া

জানার জন্য।(*তাফসীরে কুরতুবী ১৬/৩৩৯; ইহয়াউ 'উলুমিদ্দীন, ৩/১৫২)* এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, ফতওয়া জানার জন্য গীবত করা বৈধ।

৫. মন্দ প্রতিহত করা ও পাপীকে সৎপথে ফিরিয়ে আনা :

কারো মধ্যে যদি শরী'আত বহির্ভূত কোন মন্দ কাজ বা স্বভাব পরিলক্ষিত হয়, তবে সেই মন্দ বিষয়টি দূর করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তির দোষের কথা উল্লেখ করা জায়েয। তবে শর্ত হ'ল- এমন ব্যক্তির কাছে সেই দোষ-ত্রুটি বলে দেওয়া জায়েয, যিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সংশোধন করতে পারবেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, কাউকে তার বদ অভ্যাস বা দূষণীয় বিষয় থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে অন্য কারো সাহায্য নেওয়ার উদ্দেশ্যে গীবত করা জায়েয। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিযুক্তকে মন্দাচার ও পাপ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম, তার কাছে এ কথা বলা যাবে যে, 'অমুকের কার্যকলাপ এরকম, তাকে একটু সতর্ক করে দিন'। তবে এসব শুধু তাকে তার নিষিদ্ধ ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যেই হ'তে হবে। অন্যথা সেটা হারাম গীবত হবে।(*আল-আযকার, পৃঃ ৩৪০)*

অনুরূপভাবে সংশোধনের মানসিকতা নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অধঃস্তন কোন লোকের গর্হিত কাজের বর্ণনা দেওয়া জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এক সফরে ছিলেন। সাথে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও ছিল। ইবনে উবাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের নিয়ে অনেক কটূ মন্তব্য করে। আর সেটা যায়েদ ইবনে আরক্বাম (রাঃ) শুনে ফেলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবগত করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যাপারটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ইবনে উবাইকে ডাকেন। কিন্তু সে সরাসরি বিষয়টি অস্বীকার করে বসে। পরে আল্লাহ মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে সূরা মুনাফিকূন নাযিল করেন।(*বুখারী হা/ ৪৯০৩; মুসলিম হা/২৭৭২)।* এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মন্দ প্রতিহত করার জন্য ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির কাছে কারো দোষ বর্ণনাতে কোন পাপ নেই।(*শাহুন নববী, ২৭৭২ নং হাদীছের আলোচনা দ্রষ্টব্য। ওছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালিহীন, ২/১৪১)*

মন্দ প্রতিহত করার আরেকটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে 'আমল বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার'। আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একবার ওমর (রাঃ) ওছমান (রাঃ)-কে সালাম দেন। কিন্তু ওছমান (রাঃ) অন্যমনস্ক থাকার কারণে তার সালামের জবাব দিতে পারেননি। অর্থাৎ তিনি খেয়ালই করেননি যে, কেউ তাকে সালাম দিয়েছে। এদিকে ওমর (রাঃ) সরাসরি আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে এসে ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে

অভিযোগ করেন। এরপর আবুবকর (রাঃ) তাদের মাঝে ব্যাপরটি মীমাংসা করে দেন।(*আহমাদ ১/২০১; হা/২০। শু'আইব আরনাউত্ব, সনদ ছহীহ)* ইমাম শাওক্বানী বলেন, 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' এ দু'টি ভিত্তির উপরেই দ্বীন ইসলাম টিকে আছে। সমাজে যদি এই দু'টি বিষয় ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে সেখানে দুনিয়াবী কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণ সুনিশ্চিত হবে। কিন্তু সমাজের লোকদের মাঝে যদি আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের গুণ না থাকে, তবে সমাজ ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এই দু'টি ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয'।(*রাফউর রীবাহ, পৃঃ ২৫-২৬)*

৬. কারো পরিচয় বর্ণনার ক্ষেত্রে :

সমাজে এমন অনেক লোক আছে, যারা মন্দ নামে বা উপাধিতে পরিচিত। আর সেই মন্দ নাম বা উপাধিটি এমন স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, সম্বোধিত ব্যক্তি এটাকে অপছন্দ করে না এবং এর দ্বারা সম্বোধন করলে সে মনও খারাপ করেন না। এমন পরিস্থিতিতে সেই সকল উপনামে সম্বোধন করা জায়েয। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب :كالأعمش، والأعرج، والأصمّ، والأعمى، والأحول، والأفطس، وغيرهم، جاز تعريفه بذلك بنيّة التعريف، ويحرمُ إطلاقُه على جهة التنقص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى 'মানুষ যদি কোন অপছন্দনীয় নামে পরিচিতি লাভ করে, তবে তার পরিচয় দানের জন্য এসব নামে ডাকা জায়েয। যেমন ল্যাংড়া, বধির, অন্ধ ইত্যাদি। তবে হেয় করার উদ্দেশ্যে এসব নামে ডাকা অকাট্যভাবে হারাম। যদি এ সকল বিশেষণ ব্যতীত তাদের চেনার অন্য কোন উপায় থাকে, তবে তা অবলম্বন করা শ্রেয়'।(*নববী, আল-আযকার, পৃঃ ৩৪২)*

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে একজন অন্ধ ছাহাবীর কথা বলেছেন, عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى 'ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল। এজন্য যে, তার নিকটে একজন অন্ধ লোক এসেছে' *(আবাসা ৮০/১-২)*। অত্র আয়াতে 'অন্ধ লোক' বলতে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।(*তাফসীরে কুরতুবী ১৯/২১১; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৮/৩২০; ফাৎহুল কাদীর ৫/৪৬২ এবং অন্যান্য তাফসীর)।* ছাহাবীদের মাঝে লম্বা হাত বিশিষ্ট একজন ছাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে 'যুল ইয়াদাইন (ذُو الْيَدَيْنِ)' বা 'লম্বা হাতওয়ালা' বলে ডাকতেন।(*বুখারী হা/৪৮২; মুসলিম হা/৫৭৩; মিশকাত হ/১০১৭)* এর মাধ্যমে বোঝা যায়, প্রসিদ্ধ লক্বব বা উপনামে ডাকা দোষের নয়।

ইমাম বুখারী ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’ গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন,قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة ‘গীবতের উদ্দেশ্যে নয়; বরং পরিচয় দানের জন্য কোন ব্যক্তির এরূপ বলা- অমুক কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতির বা দীর্ঘদেহী’।(*আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃঃ ২৬৪)* ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,أَنَّ اللَّقَبَ إِنْ كَانَ مِمَّا يُعْجِبُ الْمُلَقَّبَ وَلَا إِطْرَاءَ فِيهِ مِمَّا يَدْخُلُ فِي نَهْيِ الشَّرْعِ فَهُوَ جَائِزٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعْجِبُهُ فَهُوَ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ إِلَّا إِنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا إِلَى التَّعْرِيفِ بِهِ حَيْثُ يَشْتَهِرُ بِهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ إِلَّا بِذِكْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةُ مِنْ ذِكْرِ الْأَعْمَشِ وَالْأَعْرَجِ وَنَحْوِهِمَا وَعَارِمٍ وَغُنْدَرٍ وَغَيْرِهِمْ، ‘উপনাম যদি এমন হয় যে, সম্বোধিত ব্যক্তি সেই ডাকে খুশি হন এবং সেটা যদি শারঈ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে না পড়ে, তবে সেই উপনামে ডাকা জায়েয। আর সেই উপনাম যদি তিনি অপছন্দ করেন, তাহ’লে সেই নামে ডাকা হারাম হবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি তার পরিচিতির জন্য অন্য কোন নাম নির্দিষ্ট করেন, যে নামে তিনি বিখ্যাত হয়ে গেছেন এবং যে নাম উল্লেখ করলে অন্যদের থেকে তাকে আলাদাভাবে চেনা যায়, তাহ’লে এমন নামে সম্বোধন করাও জায়েয। এই মূলনীতির ভিত্তিতে অনেক রাবীর নাম এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আ'মাশ (কানা, ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন), আ‘রাজ (ল্যাংড়া), ‘আরিম (কঠোর), গুনদার (মোটাসোটা) প্রভৃতি’।(*আসক্বালানী, ফাতহুল বারী, ১০/৪৬৮)*

উক্ত লক্বগুলোর মাধ্যমে যথাক্রমে সুলাইমান ইবনে মেহরান আল-আ‘মাশ (৬১-১৪৮হি.), হুমাইদ ইবনে ক্বায়েস আল-আ'রাজ (মৃ. ১৫০হি.), মুহাম্মাদ ইবনে ফযল আরিম (মৃ. ২২৩হি.), মুহাম্মাদ ইবনে জা‘ফর গুনদার (মৃ. ১৯৩) প্রমুখ রাবীদের বুঝানো হয়েছে। ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, নিন্দার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে পরিচয় দেওয়ার জন্য এসব নাম ব্যবহারে কোন সমস্যা নেই।(*তাফসীরে কুরতুবী ১৬/৩৩০; আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্বহিইয়াহ ২১/২৭২)*

“বৈধ গীবতের ক্ষেত্রে সতর্কতা”

বৈধ গীবতের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী। নতুবা হারাম গীবতের মধ্যে ঢুকে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে। বৈধ গীবতের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, তা হলো-

- নিয়তের খুলূছিয়াত বজায় রাখা। মন পরিচ্ছন্ন রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা।
- আন্তরিকতার সাথে শুধুমাত্র কল্যাণের জন্য দোষ বর্ণনা করা, কাউকে নীচু করার জন্য নয়। অর্থাৎ বৈধ গীবতের দোহাই দিয়ে কাউকে ছোট করা বা অপমানিত করার চেষ্টা না করা।
- ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটানোর জন্য বৈধ গীবতের আশ্রয় না নেওয়া।
- প্রবৃত্তির প্রভাব মুক্ত হয়ে যতটুকু দোষ বর্ণনা করা প্রয়োজন কেবল ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা।
- নাম উল্লেখ না করেও যদি উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে যায়, তবে নাম প্রকাশ না করা। কিন্তু প্রয়োজন হ'লে উল্লেখ করে দেওয়া।
- অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরার পাশাপাশি নিজের ভুল-ত্রুটির দিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখা। নিজের মাধ্যমেও যে কোন সময় অনভিপ্রেত ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে, সেটা ভেবে সর্বদা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা।(*হুসাইন আল-আওয়াইশাহ, হাছাইদুল আলসুন, পৃঃ ৮৯-৯০)*

“গীবতের কারণসমূহ”

নানাবিধ কারণে মানুষ গীবতের মতো জঘন্য পাপে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। নিম্নে কতিপয় কারণ ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করা হ'ল-

১. আল্লাহর ভয় কম থাকা :

যেকোন পাপ সংঘটিত হওয়ার মূল কারণ হ'ল আল্লাহর ভয় না থাকা। যদি কারো হৃদয়ে আল্লাহভীতির চিহ্ন থাকে, তাহ'লে তিনি কখনোই গীবতের মত জঘন্য পাপে জড়াবেন না। কিন্তু বাহ্যিক পরহেযগার যদি অন্যায়ভাবে গীবত চর্চা করেন, তাহ'লে

তার তাক্বওয়া পূর্ণাঙ্গ নয় বলে প্রমাণিত হয়। ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَا قَالَ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, সে যা তা বলে ফেলে'।(*ইবনু হাযম, হাজ্জাতুল ওদা', পৃ. ৩৮৪)*

কিন্তু বান্দা যখন আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে, তখন সে মেপে মেপে কথা বলে। পরনিন্দা করতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। কেননা আল্লাহ বলেছেন,إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ- 'যখন দু'জন ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমলনামা লিপিবদ্ধ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে' *(ক্বা-ফ ৫০/১৭-১৮)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরকুল শিরোমণি আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, يَكْتُبُ كُلَّ مَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَكْتُبُ قَوْلَهُ :أَكَلْتُ، شَرِبْتُ، ذَهَبْتُ، جِئْتُ، رَأَيْتُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيسِ عَرَضَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ، 'সে ভালো-মন্দ যা কিছু বলে সব লিখে নেওয়া হয়। এমনকি 'আমি খেয়েছি, পান করেছি, গিয়েছি, এসেছি, দেখেছি' তার এই কথাগুলোও লেখা হয়। তারপর বৃহস্পতিবারে তার কথা ও আমল (লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা আল্লাহর সামনে) পেশ করেন'।(*তাফসীর ইবনে কাছীর ৭/৩৯৯; ফাতহুল ক্বাদীর ৫/৯৩)*

২. অলস-অবসর ও বেকারত্ব :

সবচেয়ে বেশী গীবত চর্চা হয় অবসর সময়ে। মানুষের যখন কর্ম ব্যস্ততা থাকে না, তখন সে অবসর পায়। আর এই অবসর সময় অতিবাহিত করার জন্য চলে যায় গল্পের আড্ডায়, চা স্টলে, ক্লাবে, রাস্তার মোড়ে, হাট-বাজারে অথবা ইন্টারনেটের সুবিস্তৃত প্রান্তরে। শুরু হয় অপ্রয়োজনীয় গাল-গল্প। এক পর্যায়ে মুখরোচক কথায় মানুষের নিন্দা ও দোষকীর্তন শুরু হয়ে যায়। চায়ের চুমুকে চুমুকে গীবতের চর্চা হয়। দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, মসজিদে গীবত করতেও তাদের বুক কেঁপে উঠে না। ছালাতের পরে মুসলিম ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের মহোৎসবে মেতে উঠে। মহিলারাও পিছিয়ে নেই; বরং তারা অবসর সময়ে গীবত চর্চাতে পুরুষের চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকে।

তাছাড়া অবসর সময়গুলোতে মিডিয়া পাড়াও মুখরিত হয়ে উঠে পরনিন্দার অনুশীলনে। কোথায় কে কি করেছে বা না করেছে- তা সুনিপুণভাবে ফুটে ওঠে গীবতকারীর স্ট্যাটাসে। শুরু হয় লাইক-কমেন্ট আর শেয়ারের উন্মাতাল ঝড়। যেন সবাই পাপের ভাগ-বাটোয়ারাতে উঠে পড়ে লেগেছে। জাহান্নামের পথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলছে। তাই তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ :الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

‘অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় নিপতিত হয় দু’টি নেয়ামতের ব্যাপারে: সুস্বাস্থ্য এবং অবসর’।(*বুখারী হা/৬৪১২; মিশকাত হা/৫১৫৫)*

৩. অধিক ঠাট্টা-মশকরা করার প্রবণতা :

অনেক সময় হাসি-তামাশা ও ঠাট্টা-মশকরার মাধ্যমে পরনিন্দা করা হয়। মানুষের শারীরিক গঠন, কথার ভঙ্গি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি-গাড়ি প্রভৃতি নিয়ে আমরা মজা করার চেষ্টা করি। যেন আমরা হেসে-খেলে নিজের দেহকে আগুনের খোরাক বানাচ্ছি। গীবতের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন,اللعب والهزل والمطايبة وَتَزْجِيَةُ الْوَقْتِ بِالضَّحِكِ فَيذكر عيوب غيره بِمَا يضحك الناس على سبيل المحاكاة ومنشؤه التكبر والعجب، ‘ক্রীড়া-কৌতুক, ঠাট্টা-রসিকতা এবং কৌতুক-মশকরায় সময় কাটানোর জন্য গীবত করা হয়। মানুষকে হাসানোর জন্য অঙ্গ-ভঙ্গি নকল করে অপরের দোষ বর্ণনা করা হয়। মূলতঃ এর উৎপত্তি স্থল হ’ল অহংকার ও দাম্ভিকতা’।(*গাযালী,ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/১৪৭)*

৪. আত্মমর্যাদা ও অহমিকা :

অহংকার ও আত্মমর্যাদাবোধ মানুষের বিবেকের চোখ অন্ধ করে দেয়। তখন সে মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে থাকে এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে থাকে। যেমন কারো সম্পর্কে বলা সে তো মূর্খ, কিছুই বোঝে না। এই কথার উদ্দেশ্য হ’ল তার চেয়ে আমি বেশী জানি। মূলতঃ বুদ্ধি-বিবেক লোপ পাওয়ার কারণে সে অন্যের দোষকীর্তন করে থাকে। মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (রহঃ) বলেন, مَا دَخَلَ قَلْبَ امْرِئٍ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ قَطُّ إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَقْلِهِ بِقَدْرِ مَا دَخَلَ مِنْ ذَلِكَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، ‘কখনো যদি কারো হৃদয়ে সামান্য অহমিকাও প্রবেশ করে, তাহ’লে সেই পরিমাণ তার বিবেক লোপ পায়, সেটা কম হোক বা বেশী হোক’।(*ইবনু আবিদ্দুনয়া, আত-তাওয়াযু‘ ওয়াল খুমূল, পৃ. ২৭২)* সুতরাং যে নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করবে, নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে, অথবা কারো ব্যাপারে মনে ঘৃণা পুষে রাখবে, নিশ্চিতভাবে তার মাধ্যমে গীবত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

৫. রাগ ও প্রতিশোধ :

রাগ মানুষকে অনেক নীচে নামাতে পারে। রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ অনেক অস্বাভাবিক কাজ করে ফেলতে পারে। রাগের কারণে মুখের ভাষা বল্গাহীন হয়ে যায়

এবং মুখ দিয়ে বেফাঁশ কথা-বার্তা বের হয়। মনের আক্রোশ মিটানোর জন্য অন্যের দোষ-ক্রুটি নিয়ে লাগামহীন কথা বলা হয়। সেজন্য ভিন্নমত পোষণকারী, শত্রু ও অসদাচরণকারীর উপর রেগে গিয়ে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাওয়া থেকে সাবধান থাকা উচিত। কারণ শয়তান রাগের সুযোগে বান্দার উপর আক্রমণ করে বসে এবং তার মাধ্যমে গীবত করিয়ে নেয়। আর মানুষ যখন রাগের আগুনে দগ্ধ হয়, তখন সে পশুর মত প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللهِ ‘ হে আল্লাহর রাসূল! আমকে অছিয়ত করুন’। রাসূল (ছাঃ) বললেন, لَا تَغْضَبْ ‘তুমি রাগ করো না’। অপর বর্ণনায় এসেছে, লোকটা কয়েকবার প্রশ্ন করলে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেকবার একই জবাব দেন যে, রাগ করো না। রাবী বলেন, فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম, রাগ সব ধরনের অনিষ্টকারির মূল’।(*আহমাদ হা/২৩১৭১; বুখারী হা/৬১১৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৪৬; সনদ ছহীহ)* জা‘ফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، ‘রাগ সকল অকল্যাণের চাবিকাঠি’।(*ইবনু রজব হাম্বলী, জামে‘উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৩৬৩)* ইবনে তীন (মৃ. ৬১১ হি.) বলেন, جَمَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ لَا تَغْضَبْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِأَنَّ الْغَضَب يؤول إِلَى التَّقَاطُعِ وَمَنْعِ الرِّفْقِ وَرُبَّمَا آلَ إِلَى أَنْ يُؤْذِيَ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِ فَيُنْتَقَصُ ذَلِكَ مِنْ الدِّينِ، ‘রাগ করো না, এই উপদেশের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণকে একত্রিত করেছেন। কেননা রাগ সম্পর্কচ্ছেদের দিকে ধাবিত করে এবং কোমলতা থেকে বঞ্চিত রাখে। কখনো কখনো রোষানলে পতিত ব্যক্তির ক্ষতি করতে প্ররোচিত করে। ফলে দ্বীনদারিতা চরমভাবে হ্রাস পায়’।(*আসক্বালানী, ফাতহুল বারী ১০/৫২০)*এই বিষয়টি সবার কাছে পরীক্ষিত যে, অনেক সময় মানুষ রাগের বশবর্তী হয়ে এবং প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে পরনিন্দা করে থাকে।

৬. শত্রুতা ও হিংসা :

গীবতের একটি প্রত্যক্ষ কারণ হ’ল শত্রুতা ও হিংসা। শত্রুর দোষ-ক্রুটি যত সামান্যই হোক তা প্রকাশ করে গীবতকারী মনের আক্রোশ মেটানোর চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে হিংসার আগুন পরনিন্দার প্রবণতাকে উসকে দেয়। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, ‘হিংসার কারণে মানুষ গীবতে লিপ্ত হয়। সে যখন কাউকে দেখে যে, সবাই তার প্রশংসা

করে এবং সম্মান করে তখন সে হিংসায় জ্বলে যায় এবং অন্য কোন কিছুর ক্ষমতা না থাকায় তার দোষ-ক্রটি প্রকাশ করতে থাকে, যেন তার প্রশংসা ও সম্মান না করা হয়। সে কামনা করে মানুষের মাঝে তার মর্যাদা না থাকুক, যাতে মানুষ তাকে সম্মান করা থেকে বিরত থাকে। কেননা মানুষের মুখে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা শোনা তার কাছে অনেক কঠিন মনে হয়। এটাই হিংসা। এটা রাগ বা ক্ষোভ না। কারণ যার উপর রাগ করা হয় তার থেকে কোন অপরাধ দাবী করা হয় না। পক্ষান্তরে হিংসা উত্তম বন্ধু ও নিকটাত্মীয়দের সাথেও হয়ে থাকে'।(*ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন, ৩/১৭৪)*

৭. অন্যের প্রতি কুধারণা :

কুধারণাকে বলা হয় মনের গীবত। কারো ব্যাপারে মনে খারাপ ধারণা তৈরী হ'লে পরনিন্দার দুয়ার খুলে যায়। কুধারণার ভিত্তিতে করা গীবতের ভয়াবহতা বেশী। কারণ সাধাণভাবে গীবত হ'ল ব্যক্তির মাঝে যে দোষ-ক্রটি বাস্তবেই থাকে, সেই বাস্তবসম্মত বিষয়টিই অন্যের কাছে বলে ফেলা গীবত। কিন্তু কুধারণার মাধ্যমে অধিকাংশ সময় ব্যক্তির মাঝে যে দোষ নেই তা কল্পনা করা হয় এবং সন্দেহমূলকভাবে তা অন্যের কাছে প্রচার করা হয়। সেজন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতে কুধারণা পোষণ করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ 'তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক! কেননা ধারণা করে কথা বলা সবচেয়ে বড় মিথ্যা'।(*বুখারী হা/৬০৬৪; মুসলিম হা/২৫৬৩)* ইবনু রাসলান বলেন, يجب عليك السكوت بقلبك عن سوء الظن، فإن سوء الظن بالمسلم غيبة بالقلب، وهي منهي عنها، 'কুধারণা থেকে বিরত থেকে তুমি তোমার অন্তরকে নীরব রাখ। কেননা মুসলিমের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা অন্তরের গীবত। আর এটা নিষিদ্ধ'।(*ইবনু রাসলান আর-রাম্লী, শরহ সুনান আবী দাঊদ ১৯/১৩৯)*

৮. নিজের দোষ-ক্রটির দিকে না তাকানো :

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কম-বেশী সবার মাঝে দোষ-ক্রটি বিদ্যমান। কিন্তু যারা নিজেদের দোষ-ক্রটির দিকে নজর দেয় না এবং নিজেকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, তারাই অপরের নিন্দাবাদে বেশী তৎপর থাকে। তাই তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ، 'তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের চোখে সামান্য খড়-কুটো দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখে আস্ত গাছের গুঁড়ি দেখতে ভুলে যায়'।(*ছহীহ ইবনু হিববান হা/৫৭৬১; ছহীহুল জামে' হা/৮০১৩)* অর্থাৎ

মানুষ অন্যের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক বড় করে দেখে এবং সেগুলো নিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়। কিন্তু নিজের মধ্যে যে তার চেয়ে শতগুণ মারাত্মক ত্রুটি আছে সেদিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না।

৯. ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির নৈকট্য কামনা :
বিভিন্ন অফিস-আদালত ও সংগঠনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা নেতার কাছে ভালো সাজার জন্য অন্যের দোষ চর্চা করা কিছু মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। অন্যকে অযোগ্য প্রমাণিত করে নিজেকে উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপনের প্রবণতা থেকে এই গীবতের উৎপত্তি হয়। আবার কখনো নিজের দোষ ঢাকার জন্য গীবত করা হয়, যাতে নিজের ত্রুটিকে হালকা প্রমাণিত করা যায়।
ইমাম গাযালী বলেন, 'গীবতকারী যখন বুঝতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি উচ্চপদস্থ লোকের কাছে তার দোষ বর্ণনা করবে বা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে, তখন সে পূর্ব থেকেই ঐ লোকের দোষ বর্ণনা করা শুরু করে, যাতে তার সম্পর্কে কিছু বলা হ'লে সেটা শোনার মতো অবস্থা না থাকে। অথবা সত্য বিষয়গুলো দিয়ে আলোচনা শুরু করে, যাতে পরবর্তীতে মিথ্যা বলতে পারে। তখন প্রথম সত্যের সাথে মিথ্যা চালিয়ে দিবে। আবার কখনো কখনো সে নিজের দোষ থেকে নির্দোষ হওয়ার জন্য অন্যের গীবত করে। এমতাবস্থায় অপর ব্যক্তির নাম নিয়ে বলা হয়- সেও তো এরকম করেছে কিংবা এ কাজে সেও আমার সাথী ছিল'।*(ইহ্য়াউ 'উলূমিদ্দীন ৩/১৪৬-১৪৭)*

১০. গীবতের মজলিসে বসা এবং গীবতের পরিবেশে বেড়ে ওঠা :
পরিবেশ ও সঙ্গের মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া মানুষের স্বভাব। বিবেকের লাগাম টেনে এটাকে যদি নিয়ন্ত্রণে না রাখা যায়, তাহ'লে বন্ধু-বান্ধব ও আশ-পাশের লোকের প্রভাবে পরনিন্দার ঘেরা টোপে আটকে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া গীবতের পরিবেশে বেড়ে উঠলে গীবতকে পাপ মনে করার মানসিকতা লোপ পেয়ে যায়। ইমাম গাযালী বলেন, 'অন্যের দেখাদেখি এবং তার সুরের সাথে সুর মিলানোর জন্য অনেকে গীবতে লিপ্ত হয়। আপন সঙ্গী কারো ব্যাপারে মন্দ আলোচনা করলে সে মনে করে তার মতো না বললে সে বুঝি বেজার হয়ে যাবে কিংবা বন্ধুত্ব ছেড়ে দিবে। তখন সে তার বন্ধুর কথার ন্যায় কথা বলতে থাকে এবং এটাকে সামাজিকতা মনে করে। সে মনে করে এর মাধ্যমে সে পরিবেশের সাথে তাল মিলাচ্ছে। অনেক সময় সঙ্গী-সাথীরা

কারো প্রতি রাগ দেখালে সেও তার ওপর রাগ দেখায়, সে তার বন্ধুদের একথা বুঝাতে চায় যে, বিপদ-আপদে, দুঃখ-কষ্টে সর্বদা সে তাদের সাথেই আছে'।(*ইহ্‌য়াউ 'উলূমিদ্দীন ৩/১৪৬)*

ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর কথাটা যে কতটা বাস্তবসম্মত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেক সময় আমরা শুধু মুখ রক্ষার স্বার্থে, সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং সামাজিকতা বজায় রাখার নিমিত্তে গীবত চর্চা করি। এমনকি কখনো কখনো গীবত অপছন্দ করা সত্ত্বেও ঈমানী দুর্বলতার কারণে এখান থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারি না। অথচ আমরা জানি গীবত করা যেমন মহাপাপ, তেমনি মুগ্ধ হয়ে গীবত শোনা এবং তাতে সায় দেওয়াও পাপ। মহান আল্লাহ আমাদের গীবত করা এবং শোনা থেকে হেফাযত করুন। গীবতকারী ও গীবতের পরিবেশ থেকে আমাদেরকে যোজন যোজন দূরে রাখুন- আমীন।

"গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা"

গীবত বা পরনিন্দা একটি সর্বনাশা মহাপাপ। এই পাপের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট হয়। কারণ পরনিন্দার মাধ্যমে অন্যের সম্মান হানি করা হয় এবং তার মর্যাদার ওপর চরমভাবে আঘাত করা হয়, যা আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের উপর হারাম করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতে গীবতকারীর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। নিম্নে গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল।-

১. গীবত একটি ভয়াবহ কবীরা গুনাহ :

মুসলিমের জীবনে অন্যান্য কবীরা গুনাহের চেয়ে গীবতের প্রভাব ও পরিণাম অপেক্ষাকৃত বেশী ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গীবতের ভয়াবহতা বুঝাতে যে উপমা দিয়েছেন, অন্য কোন মহাপাপের ব্যাপারে এত শক্তভাবে বলেননি। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি একবার ছাফিয়া [রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী]-এর দিকে ইশারা করে বললাম, أَنَّهَا قَصِيرَةٌ 'সে তো বেঁটে মহিলা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اغْتَبْتِهَا। 'তুমি তো তার গীবত করে ফেললে'।(*আহমাদ হা/২৫৭০৮; ইবনু আবীদ্দুনইয়া, যাম্মুল গীবাত ওয়ান নামীমাহ, হা/৭০; পৃ. ২৪, সনদ হাসান)* অপর বর্ণনায় এসেছে তিনি বললেন, لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، 'তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি তা

সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে'।(*আবূদাঊদ হা/৪৮৭৫; তিরমিযী হা/২৫০২, সনদ ছহীহ)* অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'এই গীবত এতটাই দুর্গন্ধময় ও জঘন্য যে, যদি এটাকে সাগরে ফেলে দেওয়া হয়, তবে সমগ্র সাগরের পানির স্বাদ ও গন্ধ উভয়টাই পরিবর্তন হয়ে যাবে'।(*শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন ৬/১২৬)* ইবনে আল্লান (রহঃ) বলেন,فإذا كانت هذه الكلمة بهذه المثابة، في مزج البحر، الذي هو من أعظم المخلوقات، فما بالك بغيبة أقوى منها، 'গীবতের এই কথা সৃষ্টিকূলের সবচেয়ে বড় সৃষ্টি সমুদ্রের সাথে মিশে যদি এত ভয়াবহ হ'তে পারে, তবে গীবতের চেয়ে শক্তিশালী পাপ আর কি হ'তে পারে'।(*ইবনু আল্লান, দালীলুল ফালিহীন ৮/৩৫২)* অর্থাৎ নিন্দাবাদের ছোট্ট একটি কথা যদি বিশাল সমুদ্রের রঙ বদলে দিতে পারে, বিস্তীর্ণ সাগরের পানির স্বাদ পরিবর্তন করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তবে এই গীবত আমাদের দ্বীনদারিতা ও আমলনামার কি অবস্থা করে ছাড়বে তা সহজেই অনুমেয়। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمها وما أعلم شيئا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ، 'এই হাদীছটি পরনিন্দার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ধমকের অন্যতম অথবা সবচেয়ে বড় ধমক। গীবতের নিন্দাবাদে এত কঠোর হাদীছ আছে বলে আমার জানা নেই'।(*মানাভী, ফায়যুল ক্বাদীর, ৫/৪১১)*

সুতরাং হাদীছের বাণী ও ওলামায়ে কেরামের ভাষ্যগুলো পর্যালোচনা করলে খুব সহজেই বোঝা যায় গীবত কত মারাত্মক পাপ। তাছাড়া এখানে আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল মুসলমানদের মাঝে গীবত এত সন্তর্পণের বিচরণ করে যে, নেককার বান্দারাও নিজের অজান্তে এই পাপে জড়িয়ে যেতে পারেন। আয়েশা (রাঃ)-এর এই হাদীছটি তার বড় প্রমাণ।

২. গীবত মৃত মানুষের গোশত খাওয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ :

মানুষের গোশত খাওয়া হারাম। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন,وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، 'আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপছন্দ করে থাক' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন,إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس، 'আল্লাহ গীবতের এই উপমা দিয়েছেন

এজন্য যে, মৃত মানুষের গোশত খাওয়া যেমন ঘৃণ্য এবং হারাম, ঠিক তেমনি দ্বীন ইসলামে গীবত করা হারাম এবং নফসেরে জন্য ঘৃণার্হ'। ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন,كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا، 'তোমাদের কেউ যেমন তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকে। একইভাবে তার অবশ্য কর্তব্য হ'ল তার জীবিত ভাইয়ের গোশত খাওয়া বা গীবত করার থেকে বিরত থাকা'।(*তাফসীরে কুরতুবী ১৬/৩৩৫)*

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে চলে গেলে অপর একজন সেই ব্যক্তির সমালোচনায় লিপ্ত হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, تَخَلَّلْ! 'দাঁত খেলাল কর'। সে বলল,ومِمَّا أَتَخَلَّلُ؟ ما أَكَلْتُ لحماً! 'আমি তো গোশত খাইনি; দাঁত খেলাল করব কেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,إِنَّكَ أَكَلْتَ لَحْمَ أخيكَ، 'তুমি তো (এইমাত্র) তোমার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করলে'।(*ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৮৩৭, সনদ ছহীহ লি গাইরিহী)*

আমর ইবনুল 'আছ একদিন একটা মরা গাধার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। গাধাটির দিকে ইশারা করে তার সাথীদের বললেন,لأَنْ يأكُلَ الرجلُ مِنْ هذا حتى يَمْلأَ بَطْنَهُ، خيرٌ له مِنْ أنْ يأكُلَ لحْمَ رجلٍ مسْلِمَ، 'একজন মুসলিমের গোশত খাওয়া বা গীবত করার চেয়ে কোন মানুষের জন্য এই (মরা গাধার) গোশত খেয়ে পেট ভরানো উত্তম'।[8]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, ما التقم أحد لقمةً شرًّا من اغتياب مؤمن، 'মুমিন ব্যক্তির গীবতের চেয়ে নিকৃষ্ট লোকমা কেউ গ্রহণ করে না'।(*ছহীহুত তারগীব হা/২৮৩৮, সনদ ছহীহ)* একবার ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) কিছু মানুষকে দাওয়াত করলেন। তারা এসে খাবারের জন্য বসে এক ব্যক্তির দোষচর্চা শুরু করল। তখন ইবরাহীম (রহ.) বললেন, আমাদের পূর্বকালের লোকেরা গোশত খাওয়ার আগে রুটি খেত। আর আপনারা তো আগেই গোশত খাওয়া শুরু করে দিলেন (অর্থাৎ গীবত শুরু করে দিয়েছেন)।(*আবুল লাইছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ১২৩)*

৩. যিনা-ব্যভিচার ও সুদ-ঘুষের চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ গীবত :

সমাজে প্রচলিত পাপগুলোর মাঝে শীর্ষস্থানীয় জঘন্য পাপ হ'ল ব্যভিচার ও সুদ। লম্পট, যেনাকার ও সুদ-ঘুষখোর নর-নারীকে সমাজের সবাই ঘৃণা করে। তাদেরকে কেউ অন্তরে ঠাঁই দেয় না। কিন্তু ভয়ংকর ব্যাপার হ'ল সুদ-ঘুষ ও যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও ক্ষতিকর, ঈমান বিধ্বংসী ও নিকৃষ্ট পাপ হ'ল গীবত। আরো ভয়াবহ ব্যাপার হ'ল

মুসলিম সমাজের অনেকেই ব্যভিচার ও সুদের পাপ থেকে নিজেকে হেফাজত করতে পারলেও অবলিলায় গীবতের পাপে জড়িয়ে পড়েন। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ ‘গীবতের বাহাত্তরটি দরজা আছে। তন্মধ্যে নিকটবর্তী দরজা হ’ল কোন পুরুষ কর্তৃক তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। আর সবচেয়ে বড় সূদ হ’ল অপর ভাইয়ের সম্মানহানি করা (অর্থাৎ গীবত করা)’।(*তাবারাণী, মু‘জামুল আওসাত্ব হা/৭১৫১; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৫৩৭; ছহীহাহ হা/১৮৭১, সনদ ছহীহ)* আমরা জানি, যিনা-ব্যভিচার এমনিতেই নিকৃষ্ট মানের পাপ। ব্যভিচারীকে মানুষ সবসময় ঘৃণার চোখে দেখতে অভ্যস্ত। তার উপর আপন মায়ের সাথে এমন জঘন্য কাজের কথা মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। আবার এই কল্পনাতীত গুনাহটাই নাকি সূদের সবচেয়ে লঘু স্তর। তাহ’লে সুদ আরো কত ভয়াবহ পাপ? আর সেই সূদের চেয়েও বড় পাপ হ’ল গীবত। তাহ’লে এই গীবত কত নিকৃষ্ট, জঘন্য ও নিন্দনীয় পাপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওলামায়ে কেরাম বলেন, সূদের চেয়ে গীবতের পাপ মারাত্মক হওয়ার কারণ হ’ল মুসলিম ব্যক্তির সম্পদের চেয়ে তার মান-মর্যাদা অনেক বেশী মূল্যবান। তাই তার সম্পদ আত্মসাৎ করার চেয়ে তার সম্মান নষ্ট করার ভয়াবহতা অনেক বেশী।(*ফাতহুল ক্বারীবিল মুজীব ১১/৩৯১)*

অপর এক হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে খুতবাহ দিলেন। খুতবাতে তিনি সূদের ভয়াবহতা তুলে ধরে বলেন, إنَّ الدِّرْهَم يصيبُه الرجلُ مِنَ الرِّبا أعْظَمُ عندَ الله في الخَطيئَةِ مِنْ ستٍّ وثَلاثينَ زَنْيَةً يَزْنيها الرجُلُ، وإنَّ أَرْبى الرِّبى عِرْضُ الرجُلِ المسْلِمِ ‘কোন ব্যক্তির জন্য ছত্রিশবার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ হ’ল এক দিরহাম সূদ গ্রহণ করা। আর সবচেয়ে বড় সুদ হ’ল মুসলিম ভাইয়ের সম্মানে আঘাত দেওয়া বা গীবত করা’।(*ছহীহুল জামে‘ হা/২৮৩১, সনদ ছহীহ)*

৪. গীবতকারী কবরে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে :

মৃত্যুর পর থেকেই গীবতকারীর পরকালীন শাস্তি শুরু হয়ে যায়। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন,مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ :إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ :لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ‘নবী করীম (ছাঃ) একদা দু’টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ সময় তিনি বললেন, এদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে কোন গুরুতর অপরাধের

জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ফেড়ে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একটা করে পুঁতে দিলেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন এমন করলেন? তিনি বললেন, আশা করা যায় এই দু'টি ডাল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে'।(*বুখারী হা/২১৮; মুসলিম হা/২৯২)* অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَتَأَذَّى مِنَ الْبَوْلِ، 'তাদের একজন মানুষের গীবত করত। আর অপরজন পেশাবের (ছিটার) ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না'।(*মুসনাদে আবী ইয়া'লা মাওছিলী হা/২০৫০; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩৫, সনদ ছহীহ)*

ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: ثُلُثٌ مِنَ الْغِيبَةِ، وَثُلُثٌ مِنَ الْبَوْلِ، وَثُلُثٌ مِنَ النَّمِيمَةِ، 'কবরের আযাব তিন ভাগে বিভক্ত : এক-তৃতীয়ংশ গীবতের কারণে, এক-তৃতীয়াংশ পেশাব থেকে সতর্ক না থাকার কারণে আর এক-তৃতীয়াংশ চোগলখুরীর কারণে হবে'।(*ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির আন-ইক্বতিরাফিল কাবায়ির, ২/১৮; ইবনু আবীদ্দুনইয়া, আছ-ছামত, পৃ. ১২৯)*

কবি বলেন,

احْفَظْ لسانكَ أيها الإنسان ..لا يلدغنَّك؛ إنَّهُ ثُعْبَانُ

كَمْ فِي المَقَابِرِ مِنْ قَتِيلِ لسَانِهِ ..كَانَتْ تَخَافُ لِقَاءَهُ الأَقْرَانُ

'হে মানুষ! জিহবাকে সংযত রাখ। তোমার জিহবা একটা (বিষাক্ত) সাপের মতো, সে যেন তোমাকে ছোবল না মারে। কবরে এমন কত নিহত লোক আছে, যাকে তার জিহবা হত্যা করেছে। জিহবা এমন (ভয়ংকর) বস্তু যে, তরবারিও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভয় পায়'।(*নববী, আল-আযকার, পৃ. ৩৩৫; ইবনুল জাওযী, বাহরুদ দুমূ', পৃ. ১২৫)*

৫. গীবত বান্দার দ্বীনদারীকে ধ্বংস করে :

আখেরাত পিয়াসী বান্দার জীবনে অমূল্য সাধনার ফসল হ'ল তার দ্বীনিয়াত। এটাকে উপজীব্য করে সে তার পার্থিব জীবন পরিচালনা করে। কিন্তু গীবত ও পরনিন্দা তার দ্বীনিয়াতকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। তার পরহেযগারিতার বুকে কুঠারাঘাত করে বসে। নীরব ঘাতকের মত তার ধার্মিকতায় পঁচন ধরিয়ে দেয়। বান্দা যদি গীবত থেকে

নিজেকে রক্ষা করতে না পারে, তবে তার ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারে না। উসামা ইবনে শারীক (রাঃ) বলেন, 'আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় বেদুইনরা নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল,أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ 'এতে কি আমাদের গুনাহ হবে, এতে কি আমাদের গুনাহ হবে? তিনি বলেন, عِبَادَ اللهِ، وَضَعَ اللهُ الْحَرَجَ، إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ، 'আল্লাহর বান্দাগণ! কোন কিছুতেই আল্লাহ গুনাহ রাখেননি, তবে যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইজ্জতহানি করে তাতেই গুনাহ হবে'।(*ইবনু মাজাহ হা/৩৪৩৬; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৯১, সনদ ছহীহ)* এজন্য সালাফে ছালেহীন শুধু ছালাত-ছিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং গীবত থেকে বিরত থাকাকেও ইবাদত গণ্য করতেন। কেননা গীবতের ছিদ্র বন্ধ না থাকলে আমলনামার ঝুলিতে কোন নেকী অবশিষ্ট থাকে না। তাই তো আব্দুল করীম ইবনে মালেক (রহঃ) বলেন,أَدْرَكْنَا السَّلَفَ الصَّالِحَ وَهُمْ لَا يَرَوْنَ الْعِبَادَةَ فِي الصَّوْمِ، وَلَا فِي الصَّلَاةِ، وَلَكِنْ فِي الْكَفِّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، 'আমরা সালাফে ছালেহীনকে এমন পেয়েছি যে, তারা শুধু ছালাত, ছিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং মানুষের সম্মানে হস্তক্ষেপ বা গীবত পরিহার করাকেও ইবাদত হিসাবে গণ্য করতেন'।(*আছ-ছাম্ত, পৃ. ১৩০)*

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন,وَاللهِ لَلْغَيْبَةُ أَسْرَعُ فِي دِينِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْأَكْلَةِ فِي جَسَدِهِ، 'আল্লাহর কসম! গীবত মুমিনের দ্বীনিয়াতের জন্য এতটাই দ্রুততম ক্ষতিকারক যে, এটা তার দেহে থেকে গোশত কামড়ে খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক'।(*ইবনু আবীদ্দুনইয়া, যাম্মুল গীবাতি ওয়ান নামীমাহ, পৃ. ২১)*

তাছাড়া গীবত বান্দার হৃদয়কে রোগাক্রান্ত করে দেয়, ফলে তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুমিনের স্তর থেকে ফাসেক্বের স্তরে ছিটকে পড়ে। ওছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) বলেন,الْغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ يَحُتَّانِ الْإِيْمَانَ كَمَا يَعْضِدُ الرَّاعِي الشَّجَرَةَ، 'রাখাল যেভাবে গাছ কেটে ফেলে, পরনিন্দা ও চোগলখুরী সেভাবে ঈমানকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে'।(*শামসুদ্দীন সাফ্ফারীনী, গিযাউল আলবাব, ১/১০৫)* সুফইয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন,إياك والغِيبةَ، إياك والوقوعَ في الناس، فيَهلِك دينُك، 'গীবত থেকে বেঁচে থাকো! মানুষের দোষচর্চা করা থেকে সবধান থাকো। অন্যথায় তোমার দ্বীনদারী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে'।(*আছ-ছাম্ত, পৃ. ১৭১)* আবূ হাতেম বুস্তী (রহ.) বলেন, أربح التّجارة ذكر الله، وأخسر التجارة ذكر النّاس، 'সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হ'ল আল্লাহর যিকির করা এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর ব্যবসা হ'ল মানুষের সমালোচনা করা'।(*ইবনু আব্দিল বার, বাহজাতুল মাজালিস, পৃ. ৮৬)*

৬. গীবতের মাধ্যমে নেক আমল ক্ষতিগ্রস্ত হয় :

পরনিন্দা একটি মারাত্মক পাপ, যা বান্দার নেক আমলের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং আমলের নেকী অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। যেমন কেউ যদি ছিয়াম রেখে গীবত করে, তাহ'লে সে ছিয়ামের ফযীলত ও নেকী লাভে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَه، 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা ও মুর্খতা পরিত্যাগ করল না, আল্লাহর নিকট (ছিয়ামের নামে) তার পানাহার পরিত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই'।(*ইবনু আব্দিল বার, বাহজাতুল মাজালিস, পৃ. ৮৬)*

অত্র হাদীছের মর্মার্থ হ'ল, কেউ যদি ছিয়ামরত অবস্থায় গীবতের মতো পাপে জড়িয়ে পড়ে, তাহ'লে সে ঐ ছিয়ামের মাধ্যমে কোন উপকারিতা হাছিল করতে পারবে না। যদি সেটা ফরয ছিয়াম হয়, তবে তার ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে এবং তাকে ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কিন্তু ছিয়ামের পুরস্কার ও ছওয়াব লাভে সে বঞ্চিত হবে। কারণ সে ছিয়াম রেখে মানুষের গোশত ভক্ষণ করেছে'।(*আতিয়্যাহ মুহাম্মাদ সালিম, শারহে বুলূগুল মারাম, ৭/১৪৭)*

অনুরূপভাবে হাদীছে ছিয়ামকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার ঢাল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গীবত সেই ঢালের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، 'ছিয়াম ঢাল স্বরূপ। অতএব তোমাদের কেউ যেন ছিয়ামের দিনে অশ্লীল কথা না বলে এবং শোরগোল না করে'।(*বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১)* ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, 'ছিয়ামরত অবস্থায় কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকলে সেই ছিয়াম জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢাল হবে। সুতরাং দুনিয়াতে যদি কেউ কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে, তাহ'লে আখেরাতে সেটা তার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার কারণ হবে। আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) বলেন, إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْغِيبَةَ تَضُرُّ بِالصِّيَامِ 'অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গীবত ছিয়ামকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে'।(*ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৪/১০৪)*

হাফছাহ বিনতে সীরীন (রহঃ) বলেন,الصيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا صَاحِبُهَا، وَخَرْقُهَا الْغِيبَةُ، 'ছিয়াম ততক্ষণ ঢাল থাকে, যতক্ষণ না ছায়েম এটাকে ভেঙ্গে ফেলে। আর গীবতের মাধ্যমে ঢাল ভেঙ্গে যায়'।(*মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক্ব, ৫/৪৮)* আবূল আলিয়া (রহঃ) বলেন, الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ أَحَدًا، وَإِنْ كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ 'ছিয়াম পালনকারী

যতক্ষণ না কারো গীবত করে, ততক্ষণ সে ইবাদতের মধ্যেই থাকে। এমনকি বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থাতেও সে ইবাদতরত থাকে'।(*মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক্ব, ৪/৩০৭)* অর্থাৎ গীবত করলে ছিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সালাফগণ নিজেদের নেক আমলের হেফাযতের জন্য গীবত থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন। আবূল মুতাওয়াক্কিল বলেন, আবূ হুরায়রা (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম ছিয়ামরত অবস্থায় মসজিদে বেশী অবস্থান করতেন। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হ'লে বলতেন,نطهر صِيَامَنَا، 'আমরা আমাদের ছিয়ামকে পবিত্র রাখার জন্য এমন করে থাকি'।(*ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১২০; ইবনুল জাওযী, আত-তাবছিরাহ, ২/৭৬)*। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْغِيبَةَ وَالْكَذِبَ، 'যে ব্যক্তি তার ছিয়ামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়, সে যেন গীবত ও মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকে'।(*হান্নাদ ইবনে সিররী, কিতাবুয যুহ্দ, ২/৫৭২)* শুধু ছিয়ামই নয়; যে কোন ইবাদতকে পবিত্র রাখার জন্য গীবত থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। সালাফগণ বলেছেন, إِنْ ضَعُفْتَ عَنْ ثَلَاثَةٍ فَعَلَيْكَ بِثَلَاثٍ: إِنْ ضَعُفْتَ عَنِ الْخَيْرِ فَامْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْفَعَ النَّاسَ فَامْسِكْ عَنْهُمْ ضُرَّكَ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ فَلَا تَأْكُلْ لُحُومَ النَّاسِ 'তুমি যদি তিনটি কাজ করতে অপারগ হয়ে যাও, তবে অবশ্য অপর তিনটি কাজ থেকে দূরে থাকবে: (১) যদি ভালো কাজ না করতে পার, তবে অবশ্যই অন্যায় থেকে দূরে থাকবে, (২) যদি মানুষের উপকার করতে না পার, তবে অবশ্যই তাদের ক্ষতি করার থেকে দূরে থাকবে এবং (৩) যদি ছিয়াম রাখতে না পার, তবে অবশ্যই মানুষের গোশত খাওয়া বা পরনিন্দা থেকে বিরত থাকবে'।(*সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ১৬৬)*

৭. দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের ক্রুটি প্রকাশ পায় :

পৃথিবীর কোন মানুষ ভুল-ক্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। কম-বেশী সবার মাঝে ক্রুটি-বিচ্যুতি আছে। কেউ যদি নিজের দিকে নজর না দিয়ে অন্যের দোষ-ক্রুটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং গীবত করে, তাহ'লে তার দোষ-ক্রুটিগুলো যে কোন মাধ্যমে আল্লাহ প্রকাশ করে দেন। মূলত গীবতকারীর ক্রুটিগুলো প্রকাশ করে দিয়ে আল্লাহ তাঁর মুসলিম বান্দার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেন। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমানদেরকে পরনিন্দা থেকে সাবধান করেছেন। আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، 'ওহে যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছে কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি!

তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তার দোষ-ত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষ-ত্রুটি খুঁজলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন'।(*আবূদাঊদ হা/৪৮৮০; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৮৪; ছহীহ)* অন্যত্র তিনি (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ، 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করবে, মহান আল্লাহও তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি তার ত্রুটি প্রকাশ করার মাধ্যমে তাকে তার ঘরের মধ্যেই লাঞ্ছিত করবেন'।(*ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩৮, সনদ ছহীহ)*

আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছে মুসলিমের দোষ প্রকাশকারীদের প্রতি কঠিন ধমক দেওয়া হয়েছে। তারা যদি এই নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত না থাকে, তবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকলেও সেখানেই অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের পাকড়াও করবে'।(*আওনুল মা'বূদ ১৩/২২৪)* ইবনু হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন, أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْبَدَنِ الْوَاحِدِ إِذْ اشْتَكَى بَعْضُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، فَمَنْ عَابَ غَيْرَهُ فَفِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا عَابَ نَفْسَهُ نَظَرًا لِذَلِكَ، 'মুমিনগণ সকলে একটি দেহের ন্যায়। শরীরের একটি অংশ ব্যথাহত হ'লে পুরা শরীরে ব্যথিত হয়। সুতরাং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যে অপরের দোষ চর্চা করে, সে মূলত নিজেরই দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়'।(*হায়তামী, আয-যাওয়াজির ২/৯)* অর্থাৎ অন্যের দোষ আলোচনা করার মাধ্যমে সে নিজের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হওয়ার রাস্তা খুলে দেয়। সে যদি নির্জনেও কোন পাপ করে অথবা তার এমন কোন ত্রুটি আছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানত না- এমন বিষয়গুলো অন্যের কাছে প্রকাশিত হয়ে যাবে। হয় সে নিজেই নিজের অজান্তে তার দোষ বলে দিবে অথবা কোন আলামত বা চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। সেজন্য অন্যের ত্রুটি গোপন রাখার প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক। ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ يَسْتُرُ وَيَنْصَحُ، وَالْفَاجِرُ يَهْتِكُ وَيُعَيِّرُ 'মুমিন ব্যক্তি দোষ গোপন রাখে এবং সদুপদেশ দেয়। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি গোপন বিষয় ফাঁস করে দেয় এবং পরনিন্দা করে'।(*ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ১/২২৫)*

৮. ক্বিয়ামতের দিন অন্যের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে চাপে :

ক্বিয়ামতের দিন কড়ায়গন্ডায় গীবতের বদলা নেওয়া হবে। যার গীবত করা হয়েছে তার পাপের বোঝা গীবতকারীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে, অথচ সেই গীবতকারী হয়ত সারা জীবনে একবারও সেই পাপ করেনি, তথাপি পরনিন্দার কারণে সেই পাপের ঘানি তাকে টানতে হবে। আবার নিজের কষ্টার্জিত আমল- ছালাত, ছিয়াম, দান-ছাদাক্বাহ, তাহাজ্জুদ, কুরআন তেওলাওয়াত প্রভৃতি ইবাদতের নেকীগুলো গীবতের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে দিয়ে দিতে হবে। হাশরের ময়দানে মানুষ যখন একটা নেকীর জন্য হন্যে হয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকবে, সেই কঠিন মুহূর্তে নিজের নেকী অন্যকে দিয়ে দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ‘তোমরা কি বলতে পার, নিঃস্ব কে? ছাহবীরা বললেন, الـمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ ‘আমাদের মধ্যে যার টাকা কড়ি ও আসবাপত্র নেই সেই তো নিঃস্ব। তখন তিনি বললেন, إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، ‘আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত নিঃস্ব, যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের আমল নিয়ে উপস্থিত হবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, একে হত্যা করেছে ও একে মেরেছে। এরপর একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে, ওকে নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না গেলে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।(*ইবনু রজব হাম্বলী, জামে‘উল ‘উলূম ওয়াল হিকাম ১/২২৫)*

সহজ কথায় আমরা যদি গীবতের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোন মাধ্যমে হোক অপর মুসলিমের অধিকার নষ্ট করি, তবে ক্বিয়ামতের দিন আমাদের সম্পাদিত নেক আমলের নেকীগুলো তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। যদি নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহ’লে যার গীবত করা হয়েছে তার পাপের বোঝাগুলো নিজের মাথায় নিতে হবে এবং এভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ’তে হবে। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন,إِيَّاكُمْ وَالْغِيبَةَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهِيَ أَسْرَعُ فِي الْحَسَنَاتِ مِنَ النَّارِ فِي الْحَطَبِ، ‘তোমরা গীবত থেকে সাবধান থাক। ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আগুন যেভাবে কাঠ পুড়িয়ে দেয় তার চেয়েও

দ্রুতগতিতে গীবত নেক আমল নিঃশেষ করে দেয়'।(*ইবনু আবীদ্দুনইয়া, যাম্মুল গীবাহ ওয়ান নামীমাহ, পৃ. ৪৭)*

৯. পরকালের কঠিন শাস্তি ভোগ :

নিজের নেকীগুলো অন্যকে দিয়ে যখন গীবতকারী দেওলিয়া হয়ে যাবে, তখন তার জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,لما عرجَ بِي ربِّي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وجوهَهم وصدورهم فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، 'যখন আমার রব (মি'রাজের রাতে) আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন, আমি সেখানে এমন লোকেদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামা দিয়ে তৈরি। তারা সেসব নখ দিয়ে তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষ খোঁচাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? জিবরীল (আঃ) বললেন, এরা সেসব লোক, যারা (গীবত করার মাধ্যমে) মানুষের গোশত খায় এবং মানুষের মান-সম্মানে আঘাত হানে'।(*আবূদাঊদ হা/৪৮৭৮; মিশকাত হা/৫০৪৬, সনদ ছহীহ)* ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, 'শোকের সময় মুখ ও বুক খামচানো পুরুষ মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এগুলো ভাড়াটে বিলাপকারিণী মহিলাদের স্বভাব। মূলত এই উপমা দেওয়ার মাধ্যমে হাশরের মাঠে গীবতকারীদের শোচনীয় ও লাঞ্ছনাদায়ক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে'।(*আওনুল মা'বূদ ১৩/১৫৩)*

১০. জান্নাতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত :

গীবতকারী মুসলিম যদি গীবত থেকে তওবা না করে মারা যায়, তবে তিনি প্রথম সুযোগে জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং তাকে গীবতের শাস্তি পাওয়ার জন্য প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। যারা মুমিনদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং তাদের নিন্দা করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নামীদের রক্ত-পুঁজ খাওয়ানো হবে। সাহল ইবনে মু'আয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ، 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাকে দোষারোপ করবে, মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের সেতুর উপরে আটক করবেন, যতক্ষণ না তার কৃত কর্মের ক্ষতিপূরণ হয়'।(*আবূদাঊদ হা/৪৮৮৩, সনদ হাসান)* অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ، 'যে ব্যক্তি ঈমানদার লোকের এমন দোষ বলে বেড়ায় যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের (দেহ নিঃসৃত) রক্ত-পুঁজের

মাঝে বসবাস করাবেন। যতক্ষণ না সে তার কথা (গীবত) থেকে ফিরে আসবে'।(*আবূদাঊদ হা/৩৫৯৭; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/২২২২, হাদীছ ছহীহ*) আশরাফ বলেন, গীবত থেকে ফিরে আসার অর্থ হ'ল শাস্তি পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত গীবতকারী জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাবে না।(*মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ, ৬/২৩৬৭*)

"সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে গীবতের কুপ্রভাব"

গীবত এমন এক মহাপাপ, যা শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এর কুপ্রভাব ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সমাজিক জীবনে অশান্তির অন্যতম মূল কারণ এই গীবত বা পরনিন্দা। নিম্নে গীবতের কয়েকটি কুপ্রভাব উল্লেখ করা হ'ল-

(১) পরিবার ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে :
গীবত ও তোহমত কতটা ভয়ংকরভাবে পরিবার ও সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে, ইফকের ঘটনা তার প্রমাণ। বনু মুছতালিক্ব যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মুনাফিক্ব নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই অপবাদ আরোপের মাধ্যমে মা আয়েশা ছিদ্দীক্বা (রাঃ)-এর চরিত্রে যে কলংক লেপন করার অপচেষ্টা করেছিল, সাময়িকভাবে অনেক ছাহাবী তাতে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে মন্দ ধারণা করা শুরু করেছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি এই সামাজিক অশান্তির ঢেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরিবারকেও সাময়িকভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আয়েশা (রাঃ)-এর মধ্যে দূরত্ব তৈরী করেছিল। এই কাহিনীর দিকে লক্ষ্য করলে গা শিউরে ওঠে। মহান আল্লাহ যদি সূরা নূরের ১০টি আয়াত নাযিল করে আয়েশা (রাঃ)-কে অপবাদ মুক্ত না করতেন, তবে ইতিহাস কোন দিকে মোড় নিত আল্লাহই ভালো জানেন।
এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হ'ল গীবত-তোহমতের প্রভাব যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সমাজ ও পরিবারকে এভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তবে এই ঘৃণ্য পাপ আমাদের পরিবার ও সমাজকে কি জঘন্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তা বলাই

বাহুল্য। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে অহি-র মাধ্যমে সত্য জানার একটা সুযোগ ছিল, এখন তো সেটাও নেই। সুতরাং এই মহা পাপ থেকে বিরত থাকা ঈমানের অপরিহার্য দাবী।

গীবতের মাধ্যমে সামাজিক জীবন যেমন কলুষিত হয়, তেমনিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশও দূষিত হয়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, هَاجَتْ رِيحٌ مُنْتِنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 'রাসূলুল্লাহ (ছা)-এর যুগে একবার প্রচন্ড দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ اغْتَابُوا أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَبُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِذَلِكَ، 'মুনাফিকদের মধ্যে কিছু লোক কতিপয় মুসলিমদের দোষ চর্চা করেছে। ফলে এই দুর্গন্ধময় বাতাস প্রেরণ করা হয়েছে'।-(*আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩৩, সনদ হাসান)*

জনৈক আলেমে দ্বীনকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে গীবতের দুর্গন্ধ প্রকাশিত হ'ল, কিন্তু আজকাল গীবত এত বেশী বৃদ্ধি পাওয়ার পরেও তা প্রকাশিত না হওয়ার কারণ কি? জবাবে তিনি বললেন, 'আমাদের যুগে গীবত এতো বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এর অনুভূতি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। যেমন : সাধারণ কেউ যদি চামড়ার ট্যানারীতে প্রবেশ করে, তবে সে দুর্গন্ধের কারণে স্থির থাকতে পারে না। অথচ কর্মরত লোকেরা সারাদিন সেখানেই থাকে। তারা সেখানে দিব্যি বসে থাকে, খাওয়া-দাওয়া করে, তাদের কোন অসুবিধা হয় না। এর কারণ হচ্ছে ঐ উৎকট গন্ধ তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে আজকাল গীবত ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, অর্থাৎ আমাদের স্বাভাবিক অনুভূতি নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে গীবতের দুর্গন্ধ আমরা বুঝতে পারি না'।(*সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ. ১৬২)* তবে এই দুর্গন্ধময় বাতাসের উপলব্ধি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মু'জিযাও হ'তে পারে। আল্লাহু আ'লাম।

(২) ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হয় :

দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব যত মজবুত হয়, ইসলামের শক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। কিন্তু শয়তান এই ভ্রাতৃত্বের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে ইসলামের শক্তি ভূলুণ্ঠিত করতে চায়। আর এই কাজে শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে- গীবত বা দোষচর্চা। শয়তান যেন এই গীবতের অস্ত্র সফলভাবে প্রয়োগ করতে না পারে, সেজন্য মুসলিম জাতিকে নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، 'তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের

দোষত্রুটি খুঁজে বেড়িয়ো না'।(*আবূদাঊদ হা/৪৮৮০; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৮৪; ছহীহ)*

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, إِذَا ظَهَرَتِ الْغِيبَةُ، ارْتَفَعَتِ الْأُخُوَّةُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّمَا مَثَلُكُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَثَلُ شَيْءٍ مَطْلِيٍّ بِالذَّهَبِ، أَوْ بِالْفِضَّةِ دَاخِلُهُ خَشَبٌ وَخَارِجُهُ حَسَنٌ، 'যখন গীবত প্রকাশিত হয়, তখন আল্লাহর জন্য গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়ে যায়। সেই সময় তোমাদের উদাহরণ হ'ল সেই বস্তুর মতো- যার উপরে সোনা বা রূপার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এর ভিতরে খড়-কুটোয় ভর্তি আর বহির্ভাগ চকচকে'।(*আবূ নু'আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৮/৯৬; আত-তাওবীখ ওয়াত তানবীহ, পৃ. ৮৫)*

পৃথিবীর কোন মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। এই প্রমাণিত সত্য উপলব্ধি করার পরেও আমরা যখন অপর কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি জেনে যাই, তখন তার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। তাকে মন্দ ভাবা শুরু করি। কখনো কখনো মনের ভাবনাটি কথা-বার্তা ও আচার-আচরণের মাধ্যমেও প্রকাশ পেয়ে যায়। আর অপরাধী ভাইটি যদি বুঝতে পারেন যে, আমার দোষ বা অপরাধ অমুক জেনে ফেলেছে, তখন তিনি সেই ব্যক্তি থেকে নিজেকে গুটিয়ে চলেন। ফলে উভয়ের স্বাভাবিক সম্পর্ক ব্যাহত হয়। বাহ্যিক সম্পর্ক সুন্দর দেখালেও মনের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। অথচ আমরা যদি আমাদের একে-অপরের দোষ-ত্রুটি না জানতাম, তবে আমাদের বাহ্যিক সম্পর্কগুলো যেমন মজবুত থাকতো, হৃদয়ের সম্পর্কগুলোও অটুট থাকতো।

তাছাড়া আমরা হয়ত কোন ভাইয়ের ব্যাপারে সুধারণা রাখি এবং তাকে ভালো মানুষ হিসাবে জানি, কিন্তু অন্য কেউ এসে যখন আমাদের সামনে সেই ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা শুরু করে- সেটা কথা, লেখা, অঙ্গ-ভঙ্গি, মিডিয়া যে কোন মাধ্যমেই হ'তে পারে- তখন সেই ভাইয়ের প্রতি সুধারণা রাখা খুবই কঠিন হয়ে যায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে সম্ভব হয় না। সুতরাং আমাদের সার্বিক জীবনে গীবতের চর্চা যত বেশী হবে, আমাদের ভ্রাতৃত্ব ও সম্পর্কগুলো তত বেশী কদর্যপূর্ণ হ'তে থাকবে। আর পরনিন্দার অনুশীলন যত কম হবে, আমাদের ভিতরকার সম্পর্কগুলো ততই মধুর হবে।

(৩) হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় :

আমাদের জীবনে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার প্রত্যক্ষ যত কারণ আছে, তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল গীবত। কারণ দোষচর্চার মাধ্যমে একে-অপরের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো জানাজানি হয়ে যায়। ফলে যার দোষ প্রকাশ হয়েছে সে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে অন্যের দোষ খোঁজা শুরু করে এবং তা প্রচার করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। গল্পের আড্ডায়,

স্বাভাবিক আলাপচারিতা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় জ্বলে ওঠে বিদ্বেষের আগুন। ড. সাঈদ ইবনে ওয়াহ্ফ আল-ক্বাহতানী (রহঃ) বলেন,أما آثار الحسد في المجتمع فهو يسبب: الغيبة، والنميمة، والبغي، والعدوان، 'সমাজে হিংসার যে প্রভাব বিরাজমান, তার বেশ কয়েকটি কারণ আছে, যেমন: গীবত, চোগলখুরী, বিদ্রোহ, শত্রুতা ইত্যাদি'।(*ক্বাহতানী, সালামাতুছ ছাদ্র, পৃ. ১১)* প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন,الغيبة توأم الحسد، وليسا من أخلاق الكرماء ولا الصلحاء، 'গীবত হচ্ছে হিংসার যমজ ভাই। এ দু'টি স্বভাব ভদ্র ও সৎ মানুষের হ'তে পারে না'।(*বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, ১০/২৩৪)*

সুতরাং অপরের দোষ-ত্রুটি থেকে নিজের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখাই নেককার মানুষের অবশ্য কর্তব্য। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ، 'যদি তুমি মুসলিম ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ কর, তবে তুমি তাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করবে, অথবা তাদের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করার উপক্রম হবে'।(*আবূদাঊদ হা/৪৮৮৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৪৮, সনদ ছহীহ)* অর্থাৎ কোন মানুষ যদি বুঝতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি আমার এই দোষ-ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করেছে, তখন সে হয়ত জেদী হয়ে ঐ দোষ-ত্রুটি থেকে ফিরে নাও আসতে পারে অথবা বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে গীবতকারীর দোষ খোঁজার চেষ্টা করতে পারে। ফলে তাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

তাছাড়া এটা প্রমাণিত সত্য যে, যে পরিবারে গীবতের চর্চা হয়, সে পরিবারের সদস্যরা পরনিন্দার স্বভাব নিয়েই বেড়ে ওঠে। এই পরিবারের সদস্যরা যেখানেই যায়, সেখানকার পরিবেশ ঘোলাটে করে ফেলে তার এই নিন্দনীয় দোষের মাধ্যমে। কখনো কখনো একজন গীবতকারীর অনিষ্টতায় একটা সমাজের মানুষ অশান্তির দাবানলে পুড়তে থাকে প্রতিনিয়ত।

(৪) সর্বব্যাপী লাঞ্ছনা নেমে আসে :

নিজের মন্দ স্বভাব, আচরণ ও দোষ-ত্রুটি অপরের নিকট প্রকাশিত হ'লে মানুষ অপমানবোধ করে এবং তাদের কাছে লাঞ্ছিত হয়। এজন্য ইসলাম অপরের খুঁত ও ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ করা হারাম করেছে। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পরনিন্দায় লিপ্ত হয়, তখন মহান আল্লাহ সেই গীবতকারীর দোষ-ত্রুটি জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,مَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ، 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করবে, মহান আল্লাহও তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি তার ত্রুটি

প্রকাশ করার মাধ্যমে তাকে তার ঘরের মধ্যেই লাঞ্ছিত করবেন'।(*ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩৮, সনদ ছহীহ)* অর্থাৎ সমাজের জনগণ যদি গীবতে লিপ্ত হয়, তবে তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো একে অপরের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবে। তখন তারা পরস্পরের কাছে অপমানিত হবে, তাদের মধ্যকার আন্তরিক ভালোবাসা বিলুপ্ত হবে, ছোটকে স্নেহ এবং বড়কে সম্মান করার রীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে লাঞ্ছনার ঘানি টানতে হবে পুরো সমাজকে।

(৫) মনস্তাত্ত্বিক অশান্তি :

বর্তমান প্রযুক্তির যুগে গীবতের চর্চা ও কুপ্রভাব অন্য যে কোন যুগের তুলনায় অনেক বেশী। ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় কারো দোষ-ত্রুটি যদি একবার প্রকাশিত হয়ে যায়, আর সেটা যদি ভাইরাল হয়, তাহ'লে সেই ব্যক্তি পৃথিবীর কোথাও গিয়ে মুখ দেখাতে পারে না। সে আল্লাহর কাছে তওবা করলেও, মানুষ তার থেকে মন্দ ধারণা সরাতে পারে না। ফলে এটা সেই ব্যক্তির জন্য চিরস্থায়ী যন্ত্রণা ও মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনলাইনে খুব দ্রুত সংবাদ প্রচার হওয়ার কারণে ভালো-মন্দ উভয় ইস্যু অল্প সময়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যার ব্যাপারে আমাদের জানার কোন আগ্রহ থাকে না, এমন ব্যক্তির চারিত্রিক ও স্বভাবগত ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের চিন্তা-ভাবনায় প্রভাব ফেলে। অনেক সময় ভাইরাল ইস্যু আমাদের মনজগৎকে অস্থির করে তোলে এবং আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও পথচলায় ছন্দপতন ঘটায়। আমরা এগুলো এড়িয়ে যেতে চাইলেও ইউটিউব ও ফেইসবুকে এই অযাচিত সংবাদ, ফটো, ভিডিও বার বার স্ক্রীনের সামনে এসে ভীড় করে। কখনো অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু বিষয় জানা বা দেখা হয়ে যায়।

কখানো কখনো এই মিডিয়া আমাদেরকে এমনকিছু মানুষের ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করতে বাধ্য করে, যাদের ব্যাপারে আমরা সুধারণা রাখতাম এবং মনের গহীনে তাদের ব্যাপারে হয়ত কখনো মন্দ ধারণা উঁকি দেয়নি। নিজেরা তো বটেই, আমাদের অনেক প্রিয় মানুষও যখন মিডিয়া পাড়ায় সমালোচিত হন, তখন সেটা আমাদের মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মত প্রকাশের সহজলভ্যতার কারণে মনে যা চায়, তা-ই প্রচার হয় এই মিডিয়া পাড়ায়। ফলে কখনো কখনো নির্দোষ ব্যক্তি করুণভাবে সমালোচিত হন। যা শুধুমাত্র মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রচার করা হয়েছে। এতে সবাই একমত হবেন যে, বর্তমান সময়ে মানুষের সম্মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা সবচেয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে মিডিয়ার মাধ্যমে, ফলে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অশান্তিও বেড়ে চলেছে

প্রতিনিয়ত। আর এই মানসিক অশান্তির স্পষ্ট প্রভাব ফুটে ওঠে আমাদের নিত্যদিনের সমস্ত কর্মকান্ডে।

“গীবত থেকে বেঁচে থাকার উপায়”

গীবত দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায়। গীবতের রোগ মরণ ব্যাধি ক্যান্সার অপেক্ষাও ভয়াবহ। ক্যান্সার মানুষের শরীর নিঃশেষ করে দেয়, আর গীবত কর্মফল ধ্বংস করে দেয়। দুনিয়াতে তাকে অপদস্থ করে এবং পরকালে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। অথচ আমরা নিত্যদিন গীবত করার মাধ্যমে আমাদের অতি আদরের দেহটাকে আগুনের খোরাক বানাচ্ছি। সুতরাং জীবদ্দশাতেই গীবত ও পরনিন্দা থেকে বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হবে। নিম্নে গীবত থেকে পরিত্রাণ লাভের কতিপয় উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১.গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হওয়া :

গীবত থেকে বাঁচার জন্য সর্বপ্রথম এর ভয়াবহতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। কারণ কোন কিছুর ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সেই ক্ষতিকারক বিষয় থেকে সতর্ক থাকা যায় না। সুতরাং গীবত যে ভয়াবহ পাপ সেটা যদি কেউ না জানে এবং গীবতের স্বরূপ তার কাছে অস্পষ্ট থাকে, তবে তার মাধ্যমে গীবতের পাপ হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু সে যদি জানে গীবত সাধারণ কোন কবীরা গুনাহ নয়, এটা যিনা-ব্যভিচার, সূদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতির চেয়েও মারাত্মক। এই পরনিন্দা ঋণের মতো, যা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। যার দোষ-চর্চা করা হয়, ক্বিয়ামতের দিন তাকে নিজের কষ্টার্জিত আমলের নেকী ও ছওয়াব বাধ্য হয়ে দিয়ে দিতে হবে। আর যদি নিজের নেকী না থাকে, তবে সেই ব্যক্তির পাপের বোঝা গীবতকারীর উপরে চাঁপিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এসব বিষয় কেউ অবহিত হ’লে তার জন্য গীবত পরিহার করা অনেকটা সহজ হবে।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন,عَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ، وَإِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ دَاءٌ، ‘তোমরা আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন থাক, কেননা এটা (অন্তরের) প্রতিষেধক। আর অবশ্যই মানুষের দোষ চর্চা করা থেকে সাবধান থাকবে, কেননা এটা একটা রোগ’।(*আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ১০১)* গীবত থেকে সবাইকে বাঁচতে

হবে। কেননা তা কর্মফল নষ্টকারী। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন, فر من المغتاب فرارك من الأسد، 'তুমি বাঘ থেকে যেভাবে পলায়ণ কর, গীবতকারী থেকে সেভাবে পালিয়ে যাও'।(*ড. আব্দুল মুহসিন ক্বাসেম, খুতুওয়াতুন ইলাস সা'আদাহ, পৃ. ১১৬)*

২. জিহবার হেফাযত করা :

জিহবা ঘটিত পাপগুলো খুব সহজে করা হয়, ফলে এর ভয়াবহতাও বেশী। গীবত মূলত জিহবার মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ، 'মানুষ কখনো এমন কথাও বলে, যে কথার ব্যাপারে সে অসুবিধার কিছু মনে করে না, অথচ এই কথার কারণে তাকে সত্তর বছর জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে'।(*তিরমিযী হা/২৩১৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭০, সনদ ছহীহ)* তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন হাদীছে জিহবা সংযত করার ব্যাপারে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ববাহ ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! নাজাতের উপায় কি? তিনি বললেন,يَا عُقْبَةُ، أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، 'হে উক্ববাহ! তুমি নিজ জিহবাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার ঘর প্রশস্ত রাখ (অর্থাৎ অবসরে নিজ গৃহে অবস্থান কর)। আর নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন কর'।(*তাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৭৪১; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৪১, সনদ ছহীহ লিগাইরিহী)* একবার তিনি মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে নিজ জিভটিকে টেনে ধরে বলেন, كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا 'তোমার এটিকে সংযত রাখ'। মু'আয বললেন, يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ 'হে আল্লাহর নবী! আমরা যে কথা বলি তার জন্যও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، 'তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক হে মু'আয! মানুষের জিহবা ঘটিত পাপগুলোই তাদেরকে মুখ বা নাকের উপর উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে'।(*তিরমিযী হা/২৬১৬; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩, মিশকাত হা/২৯, সনদ ছহীহ)*

সুতরাং কথা বলার আগে ভাবতে হবে, যে কথাটি বলা হবে তা আদৌ উচিত হবে কি-না। আগে চিন্তা করতে হবে উচ্চারিত কথাগুলো গীবত হচ্ছে কি-না। কেননা অন্তরের ভাবনাগুলোই মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে। ইয়াহইয়া ইবনে মু'আয (রহঃ) বলেন, القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها، ومغارفها ألسنتها، فانتظر الرجل حتى يتكلم فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض، وعذب وأجاج، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف

لسانه، 'অন্তরের উপমা হ'ল বক্ষস্থিত বড় পাতিলের মত, তাতে যা থাকে তা সিদ্ধ হয়। আর জিহবা হ'ল সেই পাতিলের চামচ। সুতরাং ব্যক্তির আলাপচারিতা তুমি একটু খেয়াল করে দেখ। কেননা তার হৃদয়ে টক-মিষ্টি, মিঠা-লোনা যাই থাক না কেন, জিহবার চামচ দিয়ে তোমাকে তাই সে পরিবেশন করবে এবং তার কথার মাধ্যমে তোমাকে তার হৃদয়ের স্বাদ সম্পর্কেও অবহিত করবে'।(*আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/৬৩)* সুতরাং অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করতে পারলে, জিহবা সংযত করার রাস্তাটাও সহজ হয়ে যাবে।

৩. কল্যাণকর কথা বলা নতুবা চুপ থাকা :

অধিকাংশ গীবত কথা-বার্তার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সেজন্য প্রয়োজনীয় কথা বলা ছাড়া মুখটাকে বন্ধ রাখতে পারলে নানা পাপ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।(*বুখারী হা/৬১৩৬; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩)* অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে চুপ থাকাও ইবাদতে পরিণত হ'তে পারে। এক ব্যক্তি সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে বললেন, 'আমাকে নছীহত করুন।তিনি বললেন, 'কোন কথা বলবে না'। লোকটি বলল, সমাজে বসবাস করে কেউ কি কথা না বলে থাকতে পারে? উত্তরে তিনি বললেন,فَإِنْ تَكَلَّمْتَ، فَتَكَلَّمْ بِحَقٍّ أَوِ اسْكُتْ، 'যদি কথা বলতেই হয়, তবে সঠিক কথা বল অথবা চুপ থাক'।(*ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৩৪০)*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، 'তুমি যতক্ষণ চুপ থাকবে, ততক্ষণ নিরাপদ থাকবে। আর যখন কথা বলবে, তখন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে (হিসাব) লেখা শুরু হবে'।(*মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৮১৫৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৬৬, সনদ হাসান)* আল্লাহ বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে' *(ক্বা-ফ ৫০/১৮)*। অর্থাৎ আমাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দ, বর্ণ ও বাক্য পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে রাখা হয়। সেজন্য প্রতিদিন সকালে আদম সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার জিহবাকে সর্তক করে বলে,اتَّقِ اللهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، 'আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমরা তোমারই অনুগত। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকবো। আর তুমি বক্র পথে চলে গেলে আমরাও পথচ্যুত হয়ে যাব'।(*তিরমিযী হা/২৪০৭; মিশকাত হা/৪৮৩৮, সনদ*

*হাসান)*হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, اللِّسَانُ أَمِيرُ الْبَدَنِ، فَإِذَا جَنَى عَلَى الْأَعْضَاءِ بِشَيْءٍ، جَنَتْ، وَإِنْ عَفَّ عَفَّتْ, 'জিহবা হ'ল দেহের আমীর। যখন জিহবা কোন অপরাধ করে, তখন অন্যান্য অঙ্গও অপরাধ করে। আর জিহবা যখন নিষ্কলুষ থাকে, তখন অন্যান্য অঙ্গও পরিচ্ছন্ন থাকে'।(*ইবনু আবীদ্দুনয়া, আছ-ছাম্তু, পৃ. ৬৯)*

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَقُّ بِطُولِ سِجْنٍ مِنَ اللِّسَانِ, 'আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। যমীনের বুকে দীর্ঘ সময় কারাগারে রাখার মতো জিহবার চেয়ে উপযুক্ত কোন বস্তু নেই'।(*আল-বাহরুল মুহীত্ব ২/১৭৪)* ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'জিহবা বান্দার যাবতীয় গুনাহের অন্যতম প্রবেশদ্বার। কথার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায় হ'ল- চুপ থাকা বা মুখ দিয়ে অনর্থক কোন কথা উচ্চারণ না করা। কেউ যদি জিহবার পাপ থেকে নিরাপদ থাকতে চায়, তবে সে যেন কথা বলার আগে একটু চিন্তা-ভাবনা করে নেয় যে, এই কথায় আমার কোন ফায়দা আছে কি-না? যদি কথাটি অনর্থক হয়ে থাকে, তবে তা বলা থেকে বিরত থাকবে, আর যদি অনর্থক না হয়, তবুও ভেবে দেখবে, আমার এই কথার কারণে এর চেয়ে উত্তম কিছু আমার হাতছাড়া হচ্ছে কি-না? যদি মুখের এই কথার কারণে উত্তম কোন কিছু হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে এই কথা বলা থেকেও চুপ হয়ে যাবে'।(*ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ১৫৮)* ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িমের উক্ত নীতির অনুসরণ করতে পারলে, গীবতের পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

৪.আল্লাহর যিকিরে জিহবাকে সিক্ত রাখা :

যিকির বান্দাকে গীবতের পাপ থেকে পরিচ্ছন্ন রাখে। আল্লাহর স্মরণে সিক্ত জিহবা সর্বদা কল্যাণকর কাজেই ব্যস্ত থাকে। ফলে নানাবিধ পাপের পঙ্কিলতা থেকে ব্যক্তি সুরক্ষিত থাকে। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা ও অশ্লীলতার মতো গর্হিত কথাবার্তা থেকে জিহবাকে মুক্ত রাখা যায়। মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হ'ল সে চুপ থাকতে পারে না। কোন না কোন কথা তাকে বলতেই হয়। সেজন্য আল্লাহর যিকিরে রসনাকে ব্যস্ত রাখা না হ'লে এবং শরী'আতের বিধি-বিধানের ব্যাপারে আলোচনা করা না হ'লে জিহবা হারাম ও রবের অসন্তুষ্টিমূলক কথাবার্তায় লিপ্ত হবেই। আল্লাহর যিকির ছাড়া এথেকে উত্তরণের বিকল্প কোন পথ নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ কথা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত যে, কেউ যদি স্বীয় রসনাকে আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত রাখতে পারে, তবে সে

অন্যায় কথাবার্তা থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে পারবে। আর তার জিহবা যিকির থেকে নীরস-শুষ্ক থাকলে তার জিহবা বাতিল, অনর্থক ও অশ্লীল কথা দ্বারা সিক্ত হবে'।(*ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছায়্যিব, ১/৯৮)* সুতরাং পরনিন্দা থেকে পরিত্রাণ লাভে করণীয় হ'ল স্বীয় রসনাকে যিকিরে ব্যস্ত রাখা। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেন,الْمَحْبُوسُ مَنْ حُبِسَ قَلْبُهُ عَنْ رَبِّهِ تعالى، وَالْمَأْسُورُ مَنْ أَسَرَهُ هَوَاهُ، 'প্রকৃত কয়েদী তো সেই ব্যক্তি, যার অন্তর মহান রবের স্মরণ থেকে বন্দী হয়ে গেছে। প্রকৃত বন্দী তো সেই ব্যক্তি, যাকে তার প্রবৃত্তি বন্দী করে ফেলেছে'।(*ইবনে তাইমিয়াহ, আল-মুস্তাদরাক 'আলা মাজমূ'ইল ফাতাওয়া, ১/১৫৪)*

৫. গীবত করার সময় নেকী বিনষ্ট হওয়ার কথা মনে করা :

কারো দোষ বর্ণনা করার আগে মানুষ যদি একটু চিন্তা করে দেখে যে, আমি যে লোকের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করছি, তার কাছে আমি চিরদিনের জন্য ঋণী হয়ে যাচ্ছি। এই ঋণ নিজের কষ্টার্জিত ছওয়াব প্রদান অথবা তার পাপগুলো নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে পরিশোধ করতে হবে। ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ যখন পাগলপরা হয়ে একটা নেকীর জন্য ছোটাছুটি করবে, সেই কঠিন মুহূর্তে নেকী দিয়ে গীবতের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সেই কঠিন মুহূর্তে নিজের ছওয়াবের ঝুলি থেকে একটা নেকী অপরকে দিয়ে দেওয়া আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। ভয়াবহ সেই দৃশ্যপট হৃদয়ের আয়নায় মেলে ধরতে পারলে, গীবত করার আগে মানুষ বারবার ভাবতে বাধ্য হবে।

এজন্য আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেন,لو كنتُ مُغتاباً أحداً لاغتبتُ والديَ لأنهما أحقُّ بحسناتي، 'আমি যদি কারো গীবত করতাম, তাহ'লে আমার পিতামাতার গীবত করতাম। কারণ তারাই আমার নেকী লাভ করার অধিক হকদার'।(*নববী, আল-আযকার পৃ. ৩৪০; ইবনুল মুফলিহ, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১/২৯২)* হাসান বছরী (রহঃ)-কে বলা হ'ল অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে। তখন তিনি গীবতকারীর উদ্দেশ্যে এক থালা মিষ্টান্ন উপহার পাঠালেন। আর বলে দিলেন, আমি শুনেছি আপনি আমাকে আপনার কিছু নেকী হাদিয়া দিয়েছেন। বিনিময়ে আমার উপহারটুকু গ্রহণ করবেন'।(*আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১/২৯২)*

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন,العلاج من مرض الغيبة، هو أن يتذكر المغتاب تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته، وأن يعلم أنها محبطة لحسناته يوم القيامة، فإنها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه، بدلا عما استباحه من عرضه فإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، 'গীবতের রোগ থেকে আরোগ্যের উপায় হ'ল

গীবতকারী তার নিন্দাবাদের কারণে নিজেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির সামনে উপস্থাপন করবে। আর একথাটি ভালোভাবে জানবে যে, ক্বিয়ামতের দিন গীবত তার নেকীগুলোকে গীবতকৃত ব্যক্তির দিকে স্থানান্তর করে দিবে। সে গীবতের মাধ্যমে যার সম্মান নষ্ট করেছে। যদি তার নেকী না থাকে, তবে গীবতকৃত ব্যক্তির পাপগুলো তার উপর চাঁপিয়ে দেয়া হবে'।(*মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহ্হাব, আল-কাবায়ের, পৃ. ১৪৫)*

৬.গীবতকারীদের মজলিস পরিত্যাগ করা :

গীবতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অন্যতম অনুঘটক হিসাবে কাজ করে পরিবেশ ও সঙ্গ। অনেক সময় বাধ্য হয়ে গীবত শুনতে হয়, অথচ গীবত শোনাও সমান গুনাহ। মজলিসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গল্পচ্ছলে গীবত হয়ে যায়। সেজন্য নিন্দুক ও গীবতকারীর সঙ্গ ও বৈঠক পরিত্যাগ করা উচিত। গীবতকারীকে যদি বাহ্যিক দ্বীনদারও মনে হয়, তবুও তার ব্যাপারে সতর্ক-সাবধান থাকা অপরিহার্য।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) মসজিদে ছালাত আদায় করার পরে কারো সাথে কোন গল্প করতেন না। সোজা বাড়িতে চলে যেতেন। একদিন শাক্বীফ ইবনে ইবরাহীম বলখী (রহঃ) তাকে বললেন, 'আচ্ছা! আপনি তো আমাদের সাথেই ছালাত আদায় করেন, কিন্তু আমাদের সাথে বসেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে ছাহাবী ও তাবেঈদের সাথে বসে কথা বলি'। আমরা বললাম, 'ছাহাবী-তাবেঈদের আপনি কোথায় পেলেন'? তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে ইলম চর্চায় মনোনিবেশ করি। তখন তাদের কথা ও কর্মের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তোমাদের সাথে বসে আমি কি করব? তোমরা তো একত্রে বসলেই মানুষের গীবত করা শুরু করে দাও'।(*খত্বীব বাগদাদী, তাকয়ীদুল ইলম, পৃ. ১২৬; ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ৩/৩২৪)*

খালীদ রাবা'ঈ (রহঃ) বলেন, একদিন আমি মসজিদে বসেছিলাম। এসময় লোকজন এক ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। আমি তাদের নিষেধ করলে তারা অন্য আলোচনা শুরু করল। তারপর তারা আবার পরনিন্দা শুরু করে দিল। এবার আমিও তাদের সাথে কিছুটা শরীক হ'লাম। ঐ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, বিরাট লম্বা এক কৃষ্ণকায় লোক আমার কাছে আসল। তার হাতে শূকরের গোশত ভরা একটি বাটি। সে আমাকে বলল, খাও! আমি বললাম, শূকরের গোশত? আল্লাহর কসম! আমি কিছুতেই এগুলো খাব না। তখন সে আমাকে ভয়ানক ধমক দিয়ে বলল, তুমি তো এর চেয়েও খারাপ গোশত খেয়েছ। তারপর সে গোশতগুলো আমার মুখে চেপে ধরল। এমন সময় আমি ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠলাম। খালীদ রাবা'ঈ বলেন,فوالله لقد مَكَثْتُ

ثلاثين يوما أو أربعين يوما ما أكلتُ طعاما إلّا وَجَدْتُ طَعْمَ ذلك اللحم ونَتَنَهُ فِي فَمِي، 'আল্লাহর কসম! এরপর থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমি কিছু খেলেই মুখে সেই শূকরের গোশতের দুর্গন্ধ অনুভূত হ'ত'।(*ইবনুল আহনাফ ইয়ামানী, বুস্তানুল কুরআন ফী ই'রাবি মুশকিলাতিল কুরআন ৩/১২৮)*

৭.মানুষের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করা :

মানুষের দোষ-ক্রুটি যথাসম্ভব না জানার চেষ্টা করা উচিত। কারণ কারো ক্রুটি-বিচ্যুতি জানলেই তো সেটা অপরকে বলে ফেলার ক্ষেত্র তৈরী হয়। সালাফগণ কিভাবে অন্যের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করতেন, তা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ যথেষ্ট হবে। আবূ আলী দাক্কাক্ব (রহঃ) বলেন, 'একবার হাতিম (রহঃ)-কে এক মহিলা একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সে সময় অসতর্কতাবশত সেই মহিলার মুখ থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে যায়। ফলে মহিলাটি বেশ লজ্জায় পড়ে যান। তখন হাতিম (রহঃ) বলেন, 'একটু জোরে বলুন'। আসলে তিনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি কানে কম শোনেন। এই ভেবে মহিলাটি খুব খুশি হন যে, তিনি কিছু শুনতে পাননি। এই ঘটনার কারণে হাতিম (রহঃ)-কে اَلْأَصَمُّ (বধির বা শ্রবণশক্তিহীন) উপাধি দেওয়া। ফলে তিনি ইতিহাসে 'হাতিম আল-আছম' নামেই পরিচিত।(*খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, ৯/১৪৯; মাদারিজুস সালিকীন, ৩/৯৩)* সুতরাং মানুষের দোষ-ক্রুটির ব্যাপারে হাতিম আল-'আছম (রহঃ)-এর ন্যায় হ'তে পারলে গীবতের অভ্যাস ত্যাগ করা যাবে।

৮. নিজের ভুল-ক্রটির দিকে অধিক মনোনিবেশ করা :

মানুষ মাত্রই দোষ-ক্রুটি বিদ্যমান। কারোটা প্রকাশ পায়, কারোটা পায় না। সেজন্য নিজের দোষ-ক্রুটি নিয়ে অধিক চিন্তা করা উচিত, তাহ'লে ভুল সংশোধন সহজ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন,إِذَا أَرَدْت أَنْ تَذْكُرَ عُيُوبَ صَاحِبِكَ فَاذْكُرْ عُيُوبَكَ، 'যদি তোমার বন্ধুর ক্রুটি-বিচ্যুতির কথা মনে করতে চাও, তবে নিজের দোষ-ক্রুটির কথা স্মরণ কর'।(*ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির ২/১৮)*। বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুযানী (রহঃ) বলেন,إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ مُوَلعًا بِعُيُوبِ النَّاسِ نَاسِيًا لِعَيْبِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ، 'যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে এমন দেখ যে, সে নিজের ক্রুটি-বিচ্যুতি ভুলে গিয়ে শুধু অপর মানুষের দোষ-ক্রুটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে, তবে জেনে রেখ! নিশ্চিতভাবে সে ধোঁকার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে'।(*ইবনু আবিদ্দুনয়া, যাম্মুল গীবতি ওয়ান নামীমাহ, পৃ. ২৩)*

মূলতঃ অপরের ভুল-ত্রুটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে মনোনিবেশ করতে পারা আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, إِذَا أراد الله أَن ينقل العبد من ذل المعصية إِلَى عز الطاعة آنسه بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصره بعيوب نَفْسه فمن أعطي ذَلِكَ فَقَدْ أعطي خير الدنيا والآخرة 'আল্লাহ যখন বান্দাকে পাপের লাঞ্ছনা থেকে আনুগত্যের সম্মানের দিকে বের করে আনতে চান, তখন নির্জনতায় তাকে ঘনিষ্ঠ করে নেন, অল্পেতুষ্ট রাখার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করেন এবং নিজের দোষ-ত্রুটির দিকেই তার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখেন। যাকে এই গুণ দেওয়া হয়েছে, তাকে যেন দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ দান করা হয়েছে'।(*ইবনুল মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ইয়াহ, ১/২২৬)*

ইবনুস সাম্মাক (রহঃ) বলেন, 'জিহবার সাহায্যে তুমি সচরাচর হিংস্রতা প্রদর্শন করে থাক এবং গীবতের মাধ্যমে চারপাশের মানুষকে নির্মমভাবে ভক্ষণ কর। তুমি যুগ যুগ ধরে মানুষকে কষ্ট দিয়েছ। এমনকি তোমার এই হিংস্রতা থেকে কবরবাসীও রেহাই পায়নি। তুমি তাদেরও গীবত ও সমালোচনা করেছ। এই হিংস্রতা থেকে বাঁচার জন্য তোমাকে নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ের কোন একটি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।-

(১) তুমি যখন তোমার ভাইয়ের এমন কোন দোষ নিয়ে সমালোচনা করবে, যা তোমার মাঝেও বিদ্যমান, তখন চিন্তা করবে, একই বিষয়ে নিজের ও অন্যের সাথে দ্বৈত আচরণের কারণে তোমার রব তোমার সাথে কেমন আচরণ করবেন?

(২) তুমি যখন কোন বিষয়ে কারো সমালোচনা করবে, তখন ভাববে এই বিষয়টি তোমার মধ্যে তার চেয়েও বেশী মাত্রায় বিদ্যমান। এটা করতে পারলে অন্যের গীবত ও সমালোচনা থেকে বেঁচে থাকা অধিকতর সহজ হবে।

(৩) যখন তুমি কোন বিষয়ে অন্যের সমালোচনা করবে তখন চিন্তা-ভাবনা করবে যে, মহান আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তোমাকে এই দোষ থেকে মুক্ত রেখেছেন। ফলে এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তুমি তার সমালোচনা থেকে মুক্ত রাখবে। তুমি কি এই নীতিবাক্যটি শোননি,ارحم أخاك واحمد الذي عافاك '(কারো ত্রুটি দেখলে) তুমি তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ো। সেই সঙ্গে ঐ সত্তার প্রশংসা কর, যিনি তোমাকে মুক্ত রেখেছেন'।(*ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/১০১-১০২)*

নিজের ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য না রেখে, অপরের দোষ চর্চায় মানুষ লিপ্ত হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ অন্যের চোখের সামান্য ময়লা দেখতে পায় কিন্তু নিজের

চোখের উটও (বড় ময়লা) দেখতে পায় না।(*আদাবুল মুফরাদ হা/২৪০, ৩৫১; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩১)*

৯. আল্লাহর কাছে দো'আ করা :

বান্দা নিজের অজান্তেই গীবতে লিপ্ত হয়। অনেক সময় দ্বীনদার ব্যক্তিদের মাধ্যমেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গীবত হয়ে যায়। তাই জিহবার হেফাযত অপরিহার্য। হাসান ইবনে ছালেহ (রহঃ) বলেন, فَتَّشْتُ الوَرَعَ، فَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ أَقَلَّ مِنَ اللِّسَانِ 'আমি পরহেযগারিতা অনুসন্ধান করলাম। কিন্তু জিহবার চেয়ে কম পরহেযগারিতা অন্য কোন অঙ্গে পেলাম না'।(*যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৬৮)*। এজন্য জিহবার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পাপ থেকে জিহবাকে হেফাযত করা অবশ্য কর্তব্য। আর এটা সহজসাধ্য নয়; বরং জিহবার হেফাযত ত্যাগ ও সাধনার ব্যাপার। মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে' (রহঃ) বলেন,حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم، 'দীনার-দিরহাম সংরক্ষণের চেয়ে জিহবার হেফাযত করা অত্যন্ত কঠিন'।(*গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/১১১)*

গীবত থেকে স্বীয় রসনাকে হেফাযত করা খুব কঠিন, তাই এই কঠিন ব্যাপারটি আল্লাহর সহযোগিতা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই গীবত সহ জিহবার যাবতীয় পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর তাওফীক্ব কামনা করতে হবে এবং তাঁর দরবারে দো'আ করতে হবে।

১০. গীবতের ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা সম্পর্কে অবগত হওয়া :

নবী-রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের জীবন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তারা গীবত থেকে কিভাবে সতর্ক থাকতেন এবং কি পদক্ষেপ নিতেন, সেগুলো অবহিত হ'লে গীবত থেকে বাঁচা যাবে। এখানে সালাফদের জীবনী থেকে কয়েকটি কাহিনী তুলে ধরা হ'ল।-

(১) আবুবকর (রাঃ) জিহবাকে খুবই ভয় পেতেন। একদিন ওমর (রাঃ) তাঁর কাছে আসলেন। এসে দেখেন আবুবকর (রাঃ) নিজের জিহবা ধরে টানাটানি করছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, কি করছেন, থামুন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! তখন আবুবকর (রাঃ) বলেলেন, এই জিহবাই আমাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করেছে।(*মুয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৬২১; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৭৩, সনদ ছহীহ)*

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্হাব (রহঃ) বলেন, একবার আমি মানত করলাম যে, যদি কারো গীবত করি তাহ'লে একদিন করে ছিয়াম রাখব। এভাবে আমি গীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি গীবত করি আবার ছিয়ামও রাখি। ফলে আমি নিয়ত

করলাম, একবার গীবত করলে এক দিরহাম করে ছাদাক্বাহ করব। এবার আমি দিরহামের ভালোবাসায় গীবত পরিত্যাগ করতে সক্ষম হ'লাম'।(*যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/২২৮; ইয়াসীর হামাদানী, হায়াতুত তাবেঈন, পৃ. ৯৬৪)*

(৩) ত্বাউক্ব ইবনে ওয়াহ্হাব বলেন, একবার আমি অসুস্থ অবস্থায় মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমি কি অসুস্থ? বললাম, হ্যাঁ! আমি তার কাছে নিজের রোগের ব্যাপারে আরয করলাম। তিনি আমাকে বললেন, অমুক ডাক্তারের কাছে যাও এবং তার কাছে পরামর্শ নেও। একটু পরে আরেকজন ডাক্তারের কথা উল্লেখ করে বললেন, তুমি বরং অমুকের কাছে যাও। সে আগের জনের চেয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার। কথাটা শেষ হ'তেই বললেন, 'আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি হয়ত প্রথম ডাক্তারের গীবত করে ফেললাম'।(*বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ৫/৩১৪; ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/১৪৩)*

উল্লেখ্য যে, কাউকে সতর্ক করার জন্য কারো দোষ বর্ণনা করা জায়েয এবং ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব।কারণ কেউ যদি কোন অনভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, তবে তাকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু ইবনু সীরীন (রহঃ)-এর ঘটনার ক্ষেত্র হয়ত ভিন্ন রকম ছিল। হয়ত উভয়ই ভালো ও সমমানের ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু প্রথম জনকে অনুত্তম বলে ফেলার কারণে এটাতেও তিনি গীবত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছেন। মূলত ইবনু সীরীন এত শক্তভাবে গীবত পরিহার করার চেষ্টা করতেন যে, অনেক ক্ষেত্রে বৈধ গীবতকেও পরিহার করতেন। অন্যত্র তিনি বলেন, 'গীবতের একটি প্রকার আছে, অথচ অধিকাংশ মানুষ সেটাকে গীবতই মনে করে না। সেই গীবতটা হ'ল, অমুকের চেয়ে অমুক বেশী জ্ঞানী বলা। কেননা এই কথার দ্বারা যাকে কম জ্ঞানী মনে করা হয় তাকে হেয় করা হয়। আর এটা তো সবার জানা কথা যে, গীবত হ'ল কারো পিছনে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে'।(*আব্দুল ওয়াহ্হাব আশ-শা'রানী, তাম্বীহুল মুগতার্রিন, পৃ. ২০৩)*

(৪) মাইমূন ইবনে সিয়াহ (রহঃ) গীবতের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। তিনি নিজে কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে কাউকে গীবত করতেও দিতেন না। কাউকে গীবত করতে দেখলে তাকে ধমক দিতেন এবং নিষেধ করতেন। অন্যথা সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন।(*আবূ নু'আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩/১০৭; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/১৩৭)*

(৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, ‘যেদিন আমি জেনেছি, গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারপর থেকে কোন দিন আমি কারো গীবত করিনি’।(*বুখারী, তারীখুল কুবরা ৫/৫৮৮; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৩৯-৪১)* বকর ইবনে মুনীর (রহঃ) বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহ বুখারীকে বলতে শুনেছি, ‘আমি আশা করি, আমি আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাজির হব যে, কারো গীবত করার ব্যাপারে আমি হিসাবের সম্মুখীন হব না’।(*তাহযীবুল কামাল ২৪/৪৪৬; শাযারাতুয যাহাব ৩/২৫৪)* ইমাম বুখারীর এই কথা প্রসঙ্গে হাফেয যাহাবী বলেন, ‘তিনি সত্যই বলেছেন। কারণ জারাহ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে কেউ যদি তাঁর শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাসের দিকে গভীর দৃষ্টি দেয়, তাহ'লে তিনি খুব সহজেই ইমাম বুখারীর তাক্বওয়াপূর্ণ সামালোচনা-রীতি অনুধাবন করতে পারবেন। সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারবেন যে, তিনি যাদের যঈফ বা দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য ন্যায়-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। একারণে অধিকাংশ সময় সমালোচনার ক্ষেত্রে বলেছেন, ‘মুনকিরুল হাদীছ, সাকাতু আনহু, ফীহি নাযরুন’ ইত্যাদি। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি কাউকে কাযযাব (মহা মিথ্যুক) অথবা হাদীছ রচনাকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, আমি যখন কারও ক্ষেত্রে বলি, তার হাদীছ বর্ণনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তখনই মূলত সে সবার কাছে অভিযুক্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, তার পূর্বোক্ত বক্তব্য, আমি আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাযির হব যে, কারো গীবত করার ব্যাপারে আমি হিসাবের সম্মুখীন হব না, কথাটার সারমর্ম এটাই’।(*সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/৪৩৯-৪৪১)*

(৬) প্রখ্যাত তাবেঈ রাবী‘ ইবনু খুছাইম (রহঃ) গীবতের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন। জনৈক সালাফ বলেছেন, আমি বিশ বছর যাবৎ রাবী‘ ইবনে খুছাইমের সাথে চলেছি। কিন্তু কাউকে নিন্দা করে একটা শব্দও তাকে বলতে শুনিনি।(*সিয়ারু আ'লামিন নুবাল ৪/২৫৯)*

(৭) ওয়াহিব ইবনুল ওয়ারদ (রহঃ) বলেন,والله لَترك الغِيبة عندي أحب إليَّ من التَّصدُّق بجبل من ذهبٍ، ‘আল্লাহর কসম! গীবত পরিত্যাগ করা আমার কাছে এক পাহাড় স্বর্ণ আল্লাহর পথে ছাদাক্বাহ করার চেয়েও প্রিয়তর’।(*মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুক্বাদ্দাম, আল-ই'লাম, পৃ. ৭০; আত-তাওবীখ ওয়াত-তানবীহ, ক্রমিক: ১৬৯)*

(৮) আব্দুল কারীম ইবনে মালেক (রহঃ) বলেন, ‘আমরা সালাফে ছালেহীনকে এমন পেয়েছি যে, তারা শুধু ছালাত ও ছিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং মানুষের

সম্মান রক্ষার জন্য গীবত পরিহার করাকেও ইবাদত গণ্য করতেন'।(*হিলয়াতুল আওলিয়া, পৃ. ৩/১৫২)*

(৯) এক ব্যক্তি হাসান বছরী (রহঃ)-এর কাছে এসে বললেন, 'আপনি আমার গীবত করেছেন'। তখন হাসান বছরী বললেন, 'তোমার মর্যাদা আমার কাছে এত বেশী না যে, আমি গীবত করে নিজের নেকীগুলো তোমাকে দিয়ে দেব'।(*নববী, আল-আযকার, পৃ. ৩৪০)*

(১০) সুফিয়ান ইবনুল হুছাইন বলেন, একদিন আমি ইয়াস ইবনে মু'আবিয়া (রহঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এক লোক আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি সেই লোকের ব্যাপারে কিছু কথা বললাম। তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'চুপ থাকো! তুমি কি রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ? বললাম, না। তিনি বললেন, তবে কি তুমি বাইজেন্টাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ? বললাম, না। তখন তিনি বললেন, তোমার থেকে রোমান ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নিরাপত্তা লাভ করেছে, কিন্তু তোমার মুসলিম ভাই তোমার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হ'তে পারেনি'। এরপর থেকে আমি কখনো কারো ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে সমালোচনা করিনি।(*সামারকান্দি, তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ. ১৬৫)*

(১১)ইমাম মালেক (রহঃ) মদীনাবাসীর প্রশংসা করে বলেন, আমি এই শহরে এমন কিছু মানুষের সাক্ষাত পেয়েছি, যাদের কোন ভুল-ত্রুটি ছিল না। কিছু মানুষ তাদের ভুল খুঁজে বের করার চেষ্টা করে নিজেরাই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। আর আমি মদীনাতে এমন কিছু মানুষেরও সন্ধান পেয়েছি, যাদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। কিন্তু তারা অপর মানুষের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে নীরবতা অবলম্বন করত। ফলে তাদের দোষ-ত্রুটি আল্লাহ গোপন রেখেছেন এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিস্মৃত করে দিয়েছেন'।(*আব্দুর রহমান সাখাবী, আল-জাওয়াহিরু ওয়াদ্দুরার, ৩/১০৬৭; ওমর মুক্ববিল, মাওয়াইযুছ ছাহাবাহ, পৃ. ১০৩)*

(১২) মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর ক্লাসে হাজিরা নিচ্ছেন। ছায়েম নামে একজন ছাত্রকে অনুপস্থিত পেলেন। তিনি ছাত্রদের কাছে ছায়েমের অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলেন। তারপর একটু কৌতুক করে বললেন,هو صام ونام 'ছায়েম তো ছিয়াম রেখে ঘুমাচ্ছে। মন্তব্যটা করেই প্রফেসর ছাহেব, 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলে উঠলেন। কারণ ছায়েমের ব্যাপারে তার মন্তব্যটিকে গীবত মনে হওয়ায় তিনি লজ্জিত হয়েছেন। পরের দিন ছায়েম যখন ক্লাসে আসল, তিনি সব ছাত্রের সামনে গীবতের

জন্য অনুতপ্ত হয়ে ছায়েমের কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং ছায়েমকে অনেকগুলো বই উপহার দিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, তলায় ছিদ্র বিশিষ্ট বালতিতে যতই পানি ঢালা হোক না কেন, সেই বালতি কখনো পূর্ণ হবে না। বালতি পূর্ণ করতে হ'লে তার ছিদ্রটা বন্ধ করতে হবে। অনুরূপভাবে গীবতের মাধ্যমে আমলনামার পাত্রটা ছিদ্র করে ফেললে আমলের নেকী তাতে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়; ফলে গীবতকারী ক্বিয়ামতের দিন নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

সুতরাং আমাদের জিহবার হেফাযত করতে হবে।গীবত থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। কথাবার্তা, আলাপচারিতা এবং গল্পের আড্ডায় কারো গীবত হয়ে যায় কি-না সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কারো নামে লেখালেখি ও বক্তব্য দেওয়ার আগেও চিন্তা করে দেখতে হবে যে, এই লেখা, শেয়ার, পোস্ট, কমেন্টের মাধ্যমে কোন ভাইয়ের মর্যাদাহানি হচ্ছে কি-না বা কারো গোপন বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে কি-না? মহান আল্লাহ আমাদের সার্বিক জীবনকে গীবত থেকে নিরাপদ রাখুন। সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন। পার্থিব জীবনের সফরে কেবল তাঁর ইবাদতে ব্যস্ত রাখুন।

“গীবত থেকে বেঁচে থাকার উপকারিতা ও ফযীলত”

ভালো কাজ করা যেমন ইবাদত, তেমনি পাপ থেকে বিরত থাকাও ইবাদত। আর যখন গুনাহ করার সুযোগ ও সামর্থ্য থাকার পরেও সেই গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা যায়, তখন সেটা আরো বড় ধরনের ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। গীবত যেহেতু মহাপাপ, সেহেতু এই সর্বনাশা পাপ থেকে বিরত থাকাও ইবাদত এবং এই ইবাদতের কতিপয় উপকারিতা ও ফযীলত ইসলামী শরী'আতে বিধৃত হয়েছে। সংক্ষেপে এর কয়েকটি আলোচনা করা হ'ল-

(১) প্রকৃত মুসলিমের পরিচায়ক:

গীবত থেকে বিরত থাকা প্রকৃত খাঁটি মুসলিমের পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গীবত পরিত্যাগকারী মুসলিমকে সর্বশ্রেষ্ট মুসলিম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আবূ মূসা

আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করল, أَيُّ الـمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ ‘সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম কে?’ জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَنْ سَلِمَ الـمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ‘যার হাত ও জবান থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে (সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম)’।(*তিরমিযী হা/২৫০৪; সনদ ছহীহ)* ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রা) বলেন, مَنْ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَكَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ الرَّجُلُ، ‘যে ব্যক্তি আমানত রক্ষা করে এবং (গীবতের মাধ্যমে) মুসলিমের সম্মান নষ্ট করা থেকে বিরত থাকে, সে-ই প্রকৃত বীর পুরুষ’।(*ইবনু আব্দিল বার্র, আহজাতুল মাজালিস, পৃ. ৮৬; আল-ইস্তিযকার, পৃ. ৮/৫৬৩)* তাছাড়া গীবত পরিত্যাগ করতে পারলে মুনাফিক্বীর বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্তি মেলে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ মুনাযিল (রহঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ يَطْلُبُ مَعَاذِيرَ إِخْوَانِهِ، وَالْمُنَافِقُ يَطْلُبُ عَثَرَاتَ إِخْوَانِهِ، ‘মুমিন ব্যক্তি তার ভাইয়ের (দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে) ওজর খোঁজে, আর মুনাফিক্ব ব্যক্তি তার ভাইয়ের শুধু ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বেড়ায়’।(*বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান ১৩/৫০৪)*

(২)নিজের দোষ-ত্রুটি গোপন থাকে:

যারা গীবতের পাপ থেকে নিজেদের পবিত্র রাখতে পারেন, মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের ভুল-ভ্রান্তি, অন্যায়-অপরাধ, দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন’।(*মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪)* ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَرْكِ الْغِيبَةِ لِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ مَسَاوِئَ أَخِيهِ لَمْ يَسْتُرْهُ، ‘অত্র হাদীছে গীবত পরিত্যাগের ব্যাপারে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তার দোষ-ত্রুটিও আর গোপন রাখা হয় না’।(*ফাতহুল বারী, ৫/৯৭)* অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا في الدُّنْيَا إلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ‘কোন বান্দা দুনিয়াতে অপর বান্দার দোষ গোপন রাখলে মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন’।(*মুসলিম হা/২৫৯০)* এক মনীষী তার সাথীদের বলেছেন, ‘আচ্ছা! তোমাদের কোন ঘুমন্ত ভাইয়ের কাপড় যদি বাতাসে উড়ে সতর আলগা হয়ে যায়, তবে কি তোমরা তার সতর ঢেকে দিবে, না আরো উন্মোচন করে দিবে? তারা বলল, অবশ্যই আমরা তার সতর ঢেকে দিব। তখন তিনি বললেন, ‘না! বরং তোমরা তার সতর আরো উন্মুক্ত করে দিবে’। সাথীরা বলল, সুবহানাল্লাহ! কিভাবে আমরা আমাদের ভাইয়ের সতর উন্মুক্ত করে দেব’। তখন তিনি

বললেন, 'যদি তা-ই হয়, তাহ'লে তোমাদের সামনে যখন কোন লোকের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়, তবে তার গীবতে লিপ্ত হও কেন? তখন তো তোমরা তার সতর থেকে বাকী কাপড়টুকু নির্মমভাবে সরিয়ে দিলে'।(*তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ. ১৬৫)* সুতরাং যারা পরনিন্দা পরিহার করে অপর ভাইয়ের মান-সম্মানের হেফাজত করবেন, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে উভয় জগতে তাকে সুসম্মানিত করবেন।

(৩)জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি:

জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি বড় মাধ্যম হ'ল পরনিন্দা পরিত্যাগ করা। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ، 'যে ব্যক্তি গীবতের মাধ্যমে তার ভাইয়ের সম্মান নষ্ট হওয়াকে প্রতিহত করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেওয়া আল্লাহর কর্তব্য হয়ে যায়'।(*ছহীহুল জামে' হা/৬২৪০; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৪৭, সনদ ছহীহ)* অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، بَعَثَ اللهُ مَلَكًا يَحْمِى لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَىْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ، 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মুনাফিক (এর গীবত) থেকে রক্ষা করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার শরীর জাহান্নাম থেকে রক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা প্রেরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাকে দোষারোপ করবে, তাকে মহান আল্লাহ জাহান্নামের সেতু বা পুলসিরাতের উপর প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবেন যতক্ষণ না তার কৃতকর্মের ক্ষতিপূরণ হয়'।(*আবূদাঊদ হা/৪৮৮৩; মিশকাত হা/৪৯৮৬, সনদ হাসান)* সুতরাং নিজে গীবত থেকে হেফাজত থাকার পাশাপাশি, কাউকে পরনিন্দা করতে দেখলেও তাকে প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

(৪) জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম:

জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে কেবল সেই সকল মুমিনদের জন্য, যারা প্রবৃত্তির মুখের লাগাম টেনে নিজের দেহ-মনকে সর্বদা আল্লাহমুখী করে রাখে। সেজন্য পার্থিব জগতে একজন বান্দার প্রধান দায়িত্ব হ'ল শয়তানের শৃঙ্খল ছিন্ন করে প্রবৃত্তির খায়েশকে সর্বশক্তি দিয়ে দমন করে রাখা। আর প্রবৃত্তির চাহিদা বাস্তবায়িত করার প্রধান মাধ্যম হ'ল- জিহবা ও লজ্জাস্থান। লজ্জাস্থানের হেফাজত করা অনেক মুমিনের পক্ষে সম্ভব হ'লেও জিহবার হেফাজত করাটা তত সহজ নয়। তবে যারা দেহের এই দু'টি অঙ্গকে হেফাজত করার নিশ্চয়তা দিতে পারেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা

দিয়েছেন। সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ، 'যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জিহবা এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী লজ্জাস্থানের যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব'।(*বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২)* শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছের মর্মার্থ হ'ল যে ব্যক্তি হারাম কথাবার্তা, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, ধোঁকাবাজি প্রভৃতি থেকে নিজের জিহবাকে হেফাজত করবে এবং যিনা, সমকামিতা ও তদ্রূপ পাপাচার থেকে নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে, ক্বিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে যিম্মাদার হয়ে যাবেন'।(*উছায়মীন, শারহু রিয়াযিছ ছালিহীন, ৬/১১৮)* আবূদ্দারদা (রাঃ)-এর বর্ণনায় অপর হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের মান-সম্মান বিনষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করে, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার মুখমন্ডল হ'তে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন'।(*তিরমিযী হা/১৯৩১; ছহীহুল জামে' হা/৬২৬২; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৪৮)* ইমাম মানাবী (রহঃ) বলেন,والسبب في ذلك أن عِرض المؤمن كدَمِه، فمَن هتك عرضه فكأنه سفك دمه، ومَن عمل على صون عرضه، فكأنه صان دمه، فيُجازى على ذلك بصونه عن النار يوم القيامة، 'এর কারণ হচ্ছে মুমিনের সম্মান তার রক্তের মতো পবিত্র। যে ব্যক্তি (পরনিন্দা বা অন্য কোন মাধ্যমে) তার সম্মান নষ্ট করে, সে যেন ঐ মুমিনের রক্তপাত ঘটিয়ে ফেলে বা হত্যা করে ফেলে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিনের সম্মান রক্ষা করল, সে যেন তার জীবনটাই রক্ষা করল। ফলে এর বিনিময়ে ক্বিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে পুরস্কৃত করা হবে'।(*মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর, ৬/১৩৫)* আর যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে, সে-ই তো কেবল জান্নাতে যেতে পারবে।

“গীবতের কাফ্ফারা ও তা থেকে তওবা করার উপায়”

সংশ্লিষ্টতার দিক থেকে পাপ দুই ধরনের-

(১) আল্লাহর অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ, যেমন: যিনা-ব্যাভিচার, গান-বাজনা, মদ-জুয়া প্রভৃতি।

(২) বান্দার অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ, যেমন: গীবত, চোগলখুরী, চুরি-ডাকাতি, জুলুম, আত্মসাৎ ইত্যাদি।

যেসব পাপের সংশ্লিষ্টা আল্লাহর সাথে, সে সকল পাপের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হয় এবং তাঁর কাছে তওবা-ইস্তিগফার করতে হয়। কিন্তু বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ থেকে ক্ষমা লাভ করার জন্য আগে বান্দার কাছে ক্ষমা চাইতে হয়, তারপর আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করতে হয়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, أن كلَّ من ارتكب معصيةً لزمه المبادرةُ إلى التوبة منها، والتوبةُ من حقوق الله تعالى يُشترط فيها ثلاثة أشياء :أن يُقلع عن المعصية في الحال، وأن يندمَ على فعلها، وأن يَعزِمَ ألاّ يعود إليها .والتوبةُ من حقوق الآدميين يُشترط فيها هذه الثلاثة، ورابع :وهو ردّ الظلامة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإِبراء منها، فيجبُ على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة، لأن الغيبة حقّ آدمي، ولا بدّ من استحلاله مَن اغتابَه، ‘পাপে লিপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য করণীয় হ’ল অনতিবিলম্বে তওবা করা।আর আল্লাহর অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত পাপ থেকে তওবা করার শর্ত তিনটি:

(১) কৃত পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়া।

(২) কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

(৩) ভবিষ্যতে সেই গুনাহ না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করা।

আর বান্দার সাথে সম্পৃক্ত গুনাহ থেকে তওবা করার ক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত যুক্ত হবে, সেটা হ’ল-

(৪) যার অধিকার নষ্ট করা হয়েছে তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে দায়মুক্ত হয়ে যাওয়া। সুতরাং গীবতকারীকে উপরিউক্ত চারটি শর্ত মেনে তওবা করা ওয়াজিব। কেননা গীবত বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ। সেজন্য যার গীবত করা হয়েছে তার কাছ থেকেই দায়মুক্ত হওয়া আবশ্যক’।(*নববী, আল-আযকার, পৃ. ৩৪৬)*

সুতরাং গীবতের কাফফারা বা এ পাপের গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার উপায় হচ্ছে- যার গীবত করা হয়েছে তার নিকটে ক্ষমা চাওয়া। যেমন আবুবকর(রাঃ) ও ওমর(রাঃ) একবার নিজেদের মধ্যে তাদের এক খাদেমের অনুপস্থিতিতে তার অধিক ঘুমানোর ব্যাপারে আলোচনা করেন। সামান্য এই গীবতের কারণে রাসূল (ছাঃ) পরে তাদেরকে বললেন যে, 'আমি তোমাদের উভয়ের দাঁতের মধ্যে তার গোশত দেখতে পাচ্ছি।'অতঃপর তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাঁদেরকে তাদের খাদেমের নিকটে ক্ষমা চাইতে বলেন।(*সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৮; আমসিক আলায়কা লিসানাকা, পৃ. ৪৩)* তবে সরাসরি ক্ষমা চাইতে গেলে যদি ফিতনা সৃষ্টি হয়, তাহ'লে নিজের জন্য ও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং যে স্থানে তার কুৎসা রটনা করা হয়েছে সেখানে তার প্রশংসা করতে হবে।(*ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছাইয়েব, পৃ. ১৪১)* এ প্রসঙ্গে হুযায়ফা (রাঃ) বলেছেন, كفارة من اغتبته أن تستغفر له 'যার গীবত করা হয়েছে তার কাফ্ফারা হচ্ছে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা'।(*ইবনু আব্দিল বার, বাহজাতুল মাজালিস, পৃ. ৮৬)*

"গীবতের অপরাধ ক্ষমা করা"

কেউ কারো গীবত করলে যার গীবত করা হয়েছে সে গীবত কারীর উপর অধিকার প্রাপ্তির দাবিদার হয়। কিন্তু গীবতকারী লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে অপরাধ মাফ চাইলে তাকে মাফ করে দেওয়া কর্তব্য। যদিও তা জরুরি নয়। কেননা, প্রাপ্য অধিকার মাফ করে দেওয়া কারো ওপর ওয়াজিব নয়। তাই হযরত সাঈদ ইবনুল মোসাইয়াব(র:) বলেন - 'যে আমার উপর জুলুম করেছে, আমি তার এ কাজ কখনো হালাল করব না। অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করব না। কেননা, তার নিকট অধিকার পাওনা থাকায় আমার উপকার নিহিত রয়েছে।-(এহইয়াউল উলূম)

তবে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া এবং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তার হিসাব ফেলে না রাখা একনিষ্ঠ আবেদ এবং মুত্তাকীদের মর্যাদার উপযোগী। কেননা, অন্যের অপরাধ ক্ষমা করায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। কেউ বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করে গুনাহ থেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দেওয়াই আল্লাহ তায়ালার রীতি।

বর্ণিত আছে, হযরত যয়নুল আবেদীন বিন হোসাইন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সকালে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন- ''হে আল্লহ,আজ যে আমার গীবত করবে তাকে আমি আমার মর্যাদা সদকা করে দিলাম। অর্থাৎ তার গীবতে আমি অসন্তুষ্ট মনোক্ষুন্ন হবো না, তাকে পাকড়াও করব না।-(ইমাম দামেরী-হায়াতুল হায়ওয়ান)

নিম্নে গীবতের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়ার ফজিলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস উদ্ধৃত করা হলো:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন -

'তোমাদের কেউ কি আবু যমযমের মত হতে অপারগ। অর্থাৎ, প্রত্যেকেরই আবু যমযমের মতো হওয়া উচিত। সে যখন স্বগৃহ থেকে বাইরে গমনোদ্যত হতো, তখন বলত- হে আল্লাহ! আজকে আমি আমার সম্মান মর্যাদা মানুষের জন্য সদকা করে দিলাম। যদি কেউ আমার গীবত করে তাহলে আমি তাকে পাকড়াও করবো না, অভিযুক্ত করবো না। কেননা, আমি তার জন্য গীবত হালাল করে দিয়েছি। -(এহইয়াউল উলূম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 'জান্নাতের মহা মর্যাদাবান এক দরজা রয়েছে।এ দরজা দিয়ে সে ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে তার উপর জুলুমকারীকে ক্ষমা করে দেবে।-(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মুন্তাখাবুন নাফায়েস-আল এহসান ইলাল ইয়াতিম অধ্যায়)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 'তিনটি স্বভাব বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব সহজ করে দেবেন এবং নিজ রহমতে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিবেদন করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোন, সে তিনটি কি? এরশাদ করলেন, তা হচ্ছে- যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দান করবে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তুমি তার সাথে সম্পর্ক গড়বে, আর যে তোমার উপর জুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করবে।-(তিবরানীর সূত্রে আততারগীব ওয়াততারহীব,নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মুন্তাখাবুন নাফায়েস)

“শেষ কথা”

গীবত আজ সমাজে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।মানুষ বিভিন্ন কারণে গীবত করে থাকে। কিন্তু সে মনে করে না যে এতে তার কত বড় পাপ হচ্ছে বা সে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ নিজের অজান্তে গীবত করে থাকে। তাই গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা একান্ত জরুরী। যারা গীবত করেন তাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ যিনার গুনাহ ক্ষমা করে দেন কিন্তু গীবত কারীর গুনাহ ক্ষমা করেন না। পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে,প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের গীবত থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের মুসলিম উম্মাহকে গীবতের মতো সর্বনাশা পাপ থেকে হেফাজত করুন। গীবতের দুর্গন্ধময় পরিবেশ থেকে আমাদের পরিবার ও সমাজকে পরিশুদ্ধ করুন। সার্বিক জীবনে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার অক্ষুন্ন রেখে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথ ধরে জান্নাতমুখী জীবনযাপনের তাওফীক দান করুন- আমীন!

“সমাপ্ত”